NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী



এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ১৯৮৪র শিখবিরোধী দাঙ্গা নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ শাহের

সেইফার্টের বিধ্বংসী ইনিংসে হার সিরিজজয়ী ভারতের ৭

কলকাতা ২ নভেম্বর ২০২৬ ১৫ কার্তিক ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ১৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.11.2026, Vol. 20 Issue No. 140, 8 Pages, Price 3.00

ঠাকুরনগরকে পুরসভা, ছ'মাসে হাসপাতাল

মতুয়ার উন্নয়নে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: কল্পতরু রূপে ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া গোঁসাই সম্মেলনে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মতুয়াদের জন্য দিলেন একাধিক উন্নয়নমূলক বার্তা। রবিবার আন্তর্জাতিক মতুয়া গোঁসাই সম্মেলনে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন দুপুরে হেলিকপ্টারে করে চাঁদপাড়ায় নেমে গাড়ি করে ঠাকুর বাড়িতে যান শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমেই হরিচাঁদ গুরুচাঁদ মন্দিরে পুজো দিয়ে কামনা সাগরের জল মাথায় নিলেন, সেখান থেকে সোজা চলে যান মতুয়া গোঁসাই সম্মেলন।

এদিন বনগাঁ ঠাকুরনগর মতুয়া ধামের পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বললেন, 'বনগাঁর এই মাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে প্রথম হাত লাগিয়েছিলেন মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর। তিনি প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেছিলেন। একজন ঠাকুর হয়ে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নীতি সহ্য না-করে পবিত্র ভূমি অনেক বড় সম্মান মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের। তিনি এই বংশের পঞ্চম পুরুষ। আমি হেলিকপ্টার থেকে নেমে প্রথমে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরকে। মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভা থেকে প্রথমে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর, পরবর্তীতে আমি সেই পথ অনুসরণ করেছি।'

তিনি বলেন, 'শান্তনু ঠাকুর গোটা পৃথিবীর মতুয়াদের নয়নের মণি। শান্তনু ঠাকুর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমি এলাম। আপনাদের জন্য এই সরকার তৈরি হয়েছে এর কৃতিত্ব যদি আপনাদের না-দিই তা হলে ভুল করব। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদী এখানে এসে বলেছিলেন আমাকে আপনারা সমর্থন করুন এবং আমি আপনাদের ১৯৪৫ সাল থেকে পিয়ার ঠাকুর মহোদয় যে লড়াই করেছিলেন উদ্বাস্তু মতুয়াদের জন্য, আমি সে লড়াইয়ের মর্যাদা দেব। লোকসভায় আইন আনব। তাই আপনারা সেদিন দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছিলেন। রানাঘাট-বনগাঁ-সহ এই রাজ্যের আঠারোটি লোকসভা কেন্দ্রে জয়যুক্ত হয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি কথা রেখেছিলেন। সেই '৪৫ সালের পরে '৪৭-এর স্বাধীনতা, দেশভাগ। তারপরে অনেক সরকার এসেছে গেছে, অনেক প্রধানমন্ত্রী এসেছে গেছে, কেউ কথা রাখেনি। মোদীজি সিএএ আইন করেছিলেন। একজন মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁর নাম মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেছিলেন, ছিঃ, ছিঃ, ক্যা, ক্যা। আপনাদের সঙ্গে অন্যায় করেছিল বলে আজকে ঠাকুর সরিয়ে দিয়েছে।

> **এই মতুয়া সমাজ যাতে সমস্ত সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পায়, তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনাদের সরকারের। এই সরকার শুধু বিজেপি বা অন্যদের একার নয়, এই সরকার, আপনাদের সরকার। অধিকার আমার কাছ থেকে আদায় করে নেবেন আপনারা।**
>
> — শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

৭০টা বিধানসভা আছে, যেখানে মতুয়ারা আমাদের নির্বাচিত করেছেন। আপনারা যা চাইবেন, সরকার সংবিধান মেনে তাই করবে মুখ্যমন্ত্রী। এই সরকার আপনাদের সরকার। অমিত শাহ আপনাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকদের দিয়ে হিয়ারিং করিয়ে যত সম্ভব সিএএ সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু করেছিলেন।'

শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'অমিত শাহ আমাকে বলেছেন, এবার সময় এসেছে আমি গুজরাত-রাজস্থানের মতো তোমাদেরকেও পাওয়ার দিলাম। আমায় দু'মাস আগে সেই পাওয়ার দিয়ে গিয়েছেন। তাই ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শুনানি শেষ করে আমরা সার্টিফিকেট প্রদান করব যাঁরা যাঁরা সিএএ-র জন্য এখনও পর্যন্ত আবেদন করেছেন। যাঁরা সার্টিফিকেট পেয়েছেন, তার মধ্যে যাঁরা ২৫ হাজার নমঃশূদ্র, একমাস আগে আমি বলে দিয়েছি তাঁরা সবাই এসসি সার্টিফিকেট পাবেন। কেউ বাধা দেবে না, দায়িত্ব আমার। এর পরে বাকি থাকল ভোটার তালিকায় নাম তোলা, শুরু হবে জানুয়ারি মাসে। বিশেষ হিয়ারিং হবে। তখন সিএএ সার্টিফিকেট থাকা লোকেদের আমরা ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। যাতে আপনারা প্রত্যেকে ভোটাধিকার পান। আমার মতুয়া সমাজ, আমার গোঁসাই সমাজ, সিএএ সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি আমার দিদিরা যাতে অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে ৩০০০ টাকা পান, যাঁরা বয়স্ক আছেন, যাতে তাঁরা বার্ধক্যভাতা পান, আমরা তার ব্যবস্থা করব এবং প্রত্যেকে আয়ুষ্মান তালিকা তৈরি করে আমাকে দেবেন ও অফিসে একজন অফিসার রাখব, এই মতুয়া সমাজ যাতে সমস্ত সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পায়, তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনাদের সরকারের। এই সরকার শুধু বিজেপি বা অন্যদের একার নয়, এই সরকার, আপনাদের সরকার। অধিকার আমার কাছ থেকে আদায় করে নেবেন আপনারা। মতুয়া বোর্ড পুনর্গঠন করে মতুয়া বোর্ডের মাধ্যমে বিশেষ উন্নয়নের জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং মতুয়া বোর্ড যদি মনে করে সমাজের কল্যাণে যে কোনও ধরনের স্কিম নিতে পারবে। সেই অধিকারও আমরা মতুয়া উন্নয়ন বোর্ডকে দেব। এটা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। শুধু তাই নয়, আমি কথা দিয়ে গেলাম, আগামী ছ'মাসের মধ্যে আমরা ১০০ বেডের হাসপাতাল করব, মা বীণাপানি দেবীর নামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র উৎসর্গ করব, যাতে চিকিৎসার সুযোগ আপনারা পান। মাত্র ১৫ বেডের হেলথ সেন্টার রয়েছে, আমরা ধীরে ধীরে এটাকেও বাড়াব। আমি কথা দিয়ে গেলাম, আগামী বাজেটে ঠাকুরনগর পুরসভা হিসেবে ঘোষিত হবে।'

'হাত' ধরে অস্তিত্বের লড়াই

জ্ঞানেশ জেলে যাবেন: রাহুল

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: নির্বাচনে অনিয়ম, এসআইআরের নামে ভোটার তালিকা থেকে কোটি কোটি নাম বাদ এবং ভোট চুরির অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে বিরোধী শিবির। সেই লক্ষ্যেই দিল্লির দুর্গে সম্পন্ন হল 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' মেগা সমাবেশ। ছুটির রবিবারে দিল্লির রামলীলা ময়দান কার্যত এক রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে পরিণত হল। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবন থেকে রামলীলার উদ্দেশে রওনা দেন ইন্ডি জোটের শীর্ষ নেতৃত্বরা। ছিলেন রাহুল গান্ধি, সনিয়া গান্ধি, অখিলেশ যাদব এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা। হুডখোলা বাসের সামনের সারিতে ছিলেন রাহুল। কেন্দ্রের বিরোধিতায় 'ইন্ডি' জোটের কর্মসূচিতে তিনিই যেন মধ্যমণি। পিছনের সারিতে ছিলেন বাকি নেতারা।

কর্মসূচি উপলক্ষে রামলীলা ময়দানে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দুপুরের মধ্যেই ১২ একরের মূল রামলীলা ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। মাঠ ছাড়িয়ে ভিড় ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী কনট প্লেস এবং সেন্ট্রাল দিল্লির রাস্তাগুলোতে। অনেক কর্মী-সমর্থককে মাঠের আশপাশের গাছে উঠে নেতাদের বক্তব্য শুনতে দেখা যায়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন রাহুল গান্ধি। জ্ঞানেশের কর্মকাণ্ডকে দেশদ্রোহিতার সঙ্গে তুলনা করেন। ২০২৪ সালে এনডিএর জয়কে অবৈধ বলে দাবি করেন তিনি। বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারকে ইস্তফা দিতেই হবে। জেলে যাবেন উনি।' 'জ্ঞানেশ হটাও'য়ের ডাক দিয়ে মমতা বলেন, 'যুব প্রজন্ম নেতৃত্ব দিন, আমরা গাইড করব।' তাঁর কথায়, 'ভ্যানিশ কুমার, আপনি ভোট ভ্যানিশ করে দিয়েছেন।



শিখ দাঙ্গা মনে করিয়ে রাহুলকে তোপ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোটের মেগা সমাবেশকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জেপি নাড্ডা। উৎসবের আবহে সমাবেশ ডেকে রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রুটিরুজিতে আঘাত হানার অভিযোগ তুলে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

শিখবিরোধী দাঙ্গার বর্ষপূর্তির কথা উল্লেখ করে রবিবার জেপি নাড্ডা বলেন, এই অন্ধকার দিনে রাহুল গান্ধির সংকীর্ণ ও নীচ মানসিকতা ফের প্রকাশ্যে এসেছে। যে দিনে সমগ্র দেশের উচিত ছিল শহিদ এবং নির্যাতিতদের স্মরণ করা, সেই দিনে রাহুল গান্ধি রামলীলা ময়দানে দাঁড়িয়ে নিজের স্বার্থান্বেষী



রাজনীতির প্রচার করতে ব্যস্ত। সমাবেশের সময় ঠিক করা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, এই পবিত্র উৎসবের মরশুমে পুরো দিল্লিকে থমকে দেওয়া, ক্ষুদ্র দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের জীবন-জীবিকায় সরাসরি আঘাত হানা এবং দেশে দাঙ্গা ও অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করাই রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস দলের আসল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎসবের সময় রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে জনজীবন ও বাণিজ্য বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

কলকাতায় আজ পদ্মের মহামিছিল

■ **দেশের নির্বাচিত এনডিএ সরকারকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্য নিয়ে বিরোধী দলগুলোর কথিত প্রচেষ্টা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে আজ, সোমবার কলকাতায় এক বিশাল মহামিছিলের ডাক দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, আজ ২ নভেম্বরে আয়োজিত এই মেগা কর্মসূচির মূল নেতৃত্ব দেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। 'ক্ষুণ্ণগণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হঠাওক্ষ্ম, এই স্লোগানকে সামনে রেখে এই দেশব্যাপী অভিযানের অংশ হিসেবে আজ দুপুরের দিকে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট থেকে এই মিছিলটি শুরু হবে। এরপর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে মিছিলটি ধর্মতলায় গিয়ে শেষ হবে।**

গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা মমতার

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: দিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে আয়োজিত 'ইন্ডি' জোটের বিশাল সমাবেশ থেকে বিজেপি নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের অধিকার হরণ, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার অভিযোগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, গণতান্ত্রিক পথেই এই বঞ্চনা ও আক্রমণের রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

রবিবার রামলীলা ময়দানের মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'বাংলা আজ এই পরিস্থিতির নির্মম শিকার। তবে আমরা কিছুতেই হাল ছাড়ব না। আমরা জীবন দিয়ে দেব, রাজপথে লড়াই করব, কিন্তু কিছুতেই ওদের সামনে আত্মসমর্পণ করব না। ওরা আমাদের বাংলাকে লুটেপুটে খেয়েছে। আমরা যে কোনও মূল্যে গণতন্ত্র রক্ষা করব এবং তা ফিরিয়ে আনব। আমরা রাজনীতির মাধ্যমে এর বদলা নেব। গণতন্ত্রের পথেই আমরা এই অন্যায়ের বদলা নেব। আমাদের এই লড়াই চলবে।'

আর্থিক দুর্নীতি ও কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহারের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপিকে তীব্র তোপ দেগে তিনি আরও বলেন, 'ওরা কোন জিনিসটা লুট করেনি? রাম জন্মভূমির টাকা থেকে শুরু করে ওয়াকফ সম্পত্তি, সব কিছুতেই লুটতরাজ চালিয়েছে। আর পুলিশ ওদের কমরেড বা দলদাস হয়ে কাজ করছে। বিজেপির নিজেদের কোনও সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন নেই। সেই কারণেই ওরা পুলিশ-প্রশাসনকে দিয়ে দলের কাজ করাতে বাধ্য করে। তবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি অনন্তকাল বিজেপির নির্দেশে চলবে না। এই বিজেপি সরকারের পতন নিশ্চিত, বিজেপিকে যেতেই হবে।'

দুর্নীতির ইন্দ্র-জালে স্ক্যানারে মেয়েও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইউনেস্কোর নাম ও লোগো বেআইনি ভাবে ভাঁড়িয়ে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শোর পাস বিক্রি এবং কোটি কোটি টাকা তছরুপের মামলায় তদন্তের আঁচ এবার সরাসরি পৌঁছল প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের অন্দরমহলে। স্বামী গ্রেপ্তার হওয়ার মাত্র তিন দিনের মাথায় ইন্দ্রনীল-জায়া মধুছন্দা সেনকে লালবাজারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করে কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। শনিবার সকাল থেকে শুরু করে রাত আটটা পর্যন্ত দফায় দফায় চলে এই ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ।

তদন্তে নেমে গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে আরও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর আর্থিক তছরুপের তথ্য। তদন্তে দেখা গিয়েছে, প্রাক্তন মন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটি সংস্থা 'থার্ড লাইন ক্রিয়েশন' সরাসরি 'মাস আর্ট সোসাইটি'র অ্যাকাউন্টে পাঠায় প্রায় ৬৬ লাখ টাকা। পরবর্তীতে সেই টাকা থেকে ২২.৪৭ লাখ টাকা স্থানান্তরিত বা 'ডাইভার্ট' করা হয় 'আইস্কেপ' ও 'মায়রা' নামক দু'টি বেনামি সংস্থায়। আর এই দুটি সংস্থার ক্ষমতার চাবিকাঠি ও নিয়ন্ত্রণ ছিল সরাসরি ইন্দ্রনীল সেনের মেয়ের হাতে। এই আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই এবার ইন্দ্রনীলের মেয়েকেও লালবাজারে তলব করে জেরা করার পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন সিটের তদন্তকারীরা। শুধু তাই নয়, প্রাক্তন মন্ত্রীর মালিকানাধীন ও ঘনিষ্ঠ তিনটি সংস্থার একাধিক কর্মচারীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাঁদেরও একে একে লালবাজারে ডেকে বিস্তারিত নথি তলব করা হবে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনি ভাবে প্রিভিউ শোর পাস বিক্রি ও আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা 'মাস আর্ট' নামক সংস্থার প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন এই মধুছন্দাদেবীই।

সমর্থন করলেও, প্রতিবাদে যোগ দিল না 'আরশোলা'

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: দিল্লিতে রবিবার কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' যে কর্মসূচির ডাক দিয়েছে, তাতে যোগ দেয়নি ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। দলের প্রধান অভিজিৎ দীপকে শনিবারই জানিয়ে দেন, তাঁরা সরাসরি রামলীলা ময়দানের প্রতিবাদে যোগ দেবেন না। কারণ, তাঁরা কোনও রাজনীতির দলের সদস্য নন। তবে যে কারণে এই প্রতিবাদ হচ্ছে, তাকে তাঁরা সমর্থন করেন। রবিবারের কর্মসূচির সাফল্য কামনা করেন দীপকে।

শনিবার রাতে দিল্লিতে মমতার সঙ্গে দেখা করেন দীপকে। তার পরেই রামলীলা ময়দানের কর্মসূচিতে সিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করেন। বলেন, 'আমরা প্রতিবাদ কর্মসূচিকে সমর্থন করছি। প্রতিবাদীদের পাশে আছি। কিন্তু সিজেপি একটি স্বাধীন সংগঠন, নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম। আমরা এটাকে সে ভাবেই রাখতে চাই। ভোট চুরির বিরুদ্ধে যে বা যারা লড়াই করবে, আমরা সমর্থন করব।'

দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) বাতিল চেয়ে পথে নামে 'ইন্ডিয়া'। রামলীলা ময়দানে তাদের ডাকে রবিবার ভোর থেকে জমায়েত শুরু হয়। রাহুল-সহ বিরোধী নেতৃত্ব বেলার দিকে কনট প্লেস থেকে মিছিল করে প্রতিবাদস্থলে যান। রাজধানীর রাস্তায় তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে দিল্লি পুলিশ। ১০ হাজার পুলিশ ও আধাসেনা মোতায়েন করা হয়। রাঙ্ম স্তায় ছিল ব্যারিকেড, ২৫০টির বেশি সিসি ক্যামেরা।

উল্লেখ্য, জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে আন্দোলন শুরু করেছিল সিজেপিই। তাদের কর্মসূচিকে সমর্থন করে পথে নেমেছিল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি।

অন্ধ্রে এবার আছড়াবে 'মুরাসু, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র কয়েক দিন আগেই বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' আছড়ে পড়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের কাছে। তার জেরে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল অন্ধ্র ও ওড়িশার বিস্তৃত উপকূলবর্তী এলাকা। এমনকী, বাংলার আকাশেও মেঘ জমেছিল, হয়েছিল বৃষ্টিপাত। সেই ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই বঙ্গোপসাগরে ফের দানা বাঁধল আর এক ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু'।

মাত্র ছ'দিনের ব্যবধানে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হল এই নিয়ে দ্বিতীয় ঘূর্ণিঝড়। আইএমডি সূত্রে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি দ্রুত শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক পূর্বাভাসে রবিবার মধ্যরাতে এর রূপ নেওয়ার কথা বলা হলেও, নির্ধারিত সময়ের আগেই ধেয়ে এসেছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মৌসম ভবনের সতর্কতা অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে জন্ম নেওয়ার পর এটি আরও শক্তি বাড়িয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে চলেছে।

শুধু তাই নয়, দ্রুত উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে 'মুরাসু'। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী মঙ্গলবার ভোরের দিকে এটি অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। নেল্লোর এবং নারসাপুরের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে এই ঝড়। ল্যান্ডফলের সময়ে উপকূলে বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার। তবে দমকা হাওয়ার বেগ সাময়িকভাবে পৌঁছে যেতে পারে ১২০ কিলোমিটারে। এই ঘূর্ণিঝড়ের জেরে সবচেয়ে বেশি তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যে। আর সেই কারণেই বর্তমানে সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে দ্রুত ত্রাণ ও দুর্যোগ মোকাবিলা দল নামানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে 'মুরাসু'র সরাসরি বা বড়সড় ধ্বংসাত্মক প্রভাবের সম্ভাবনা নেই। 'মুরাসু'র প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। উপকূলের জেলাগুলিতে বাতাসের বেগ সামান্য বাড়লেও তেমন বড় বিপর্যয়ের সঙ্কেত নেই। মঙ্গলবার পর থেকে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করবে এবং আবহাওয়া শুকনো হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলির নামকরণের জন্য ১৩টি দেশের (ভারত, বাংলাদেশ, ইরান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, মলদ্বীপ, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, ওমান, ইউএই, ইয়েমেন ও থাইল্যান্ড) একটি তালিকা রয়েছে। গতবার ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণবে'র নামকরণ করেছিল বাংলাদেশ। তবে এবারের 'মুরাসু' নামটি দিয়েছে ভারত।

'মুরাসু' একটি ঐতিহ্যবাহী তামিল শব্দ। প্রাচীন তামিল সংস্কৃতিতে 'মুরাসু' বলতে বিশেষ এক ধরনের বিশাল বাদ্যযন্ত্র বা 'যুদ্ধের ঢাক'কে বোঝানো হতো। প্রাচীনকালে রাজ্যে কোনও শত্রু আক্রমণ করলে কিংবা প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসার আগে সাধারণ মানুষকে সতর্কবার্তা পৌঁছতে এই 'মুরাসু' বাজানো হত। ইতিহাসের সেই সতর্কবার্তার প্রতীককেই এবার নাম হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারত।



ব্রাজিলিয়ান কিংবা কেনিয়ানের বদলে বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড়দের কলকাতামুখী করতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্রাজিলিয়ান কিংবা কেনিয়ানের বদলে বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড়দের কলকাতামুখী করতে হবে। রবিবার বিকেলে ব্যারাকপুর রয়্যাল পার্ক স্টেডিয়ামে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, একটা সময় বাংলার শহরতলি কিংবা গ্রামাঞ্চলের প্রতিভাবান খেলোয়াড়েরা কলকাতার ময়দান দাপাতেন। এখন কলকাতার ময়দান বিদেশি খেলোয়াড়ে ভরে গেছে। ক্রীড়াপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীর বার্তা, ব্রাজিলিয়ান কিংবা কেনিয়ানের বদলে বাংলার



উদীয়মান খেলোয়াড়দের কলকাতামুখী করতে হবে। আগামীদিনে কলকাতার মাঠ দখল করবে বাংলার ছেলেরা। এদিন ক্রীড়াপ্রেমী মন্ত্রী অভাবী খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের আশ্বাস দেন। মন্ত্রী বলেন, যাদের জার্সি কিংবা বুট কেনার ক্ষমতা নেই, তাদেরকে তিনি খেলাধূলার সামগ্রী প্রদান করবেন। এদিন তিনি ব্যারাকপুর রয়্যাল পার্ক স্টেডিয়ামে খুব শীঘ্রই প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করার কথা ঘোষণা করেন। উক্ত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিলের প্রবীণ সদস্য অহিন্দ্র নাথ বসু, রবীন মাল প্রমুখ।

ডিউটিতে ফাঁকি রুখতে জুনিয়র ডাক্তারদের হাজিরায় ফেস বায়োমেট্রিক শুরু হবে: এসএসকেএম-এনআরএসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের 'প্রক্সি ডিউটি' নিয়ে অভিযোগের পর এবার কড়া পদক্ষেপ নিল স্বাস্থ্যদপ্তরের। তাই এবার থেকে ইন্টার্ন, হাউসস্টাফ এবং পিজিটি সহ সব চিকিৎসকদের হাজিরা ব্যবস্থায় ফেস-বেসড বায়োমেট্রিক চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আপাতত এসএসকেএম ও এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে এই ব্যবস্থা শুরু হবে। পরে ধাপে ধাপে রাজ্যের অন্য মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও তা চালু করার পরিকল্পনা নিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এই বিষয়ে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, নির্ধারিত সময়ের আগে ডিউটিতে এসে ফেস বায়োমেট্রিকে হাজিরা নথিভুক্ত করতে হবে জুনিয়র ডাক্তারদের। আর ডিউটি শেষ করে বেরনোর সময়ও একই ভাবে উপস্থিতি রেকর্ড করতে হবে। আর এই ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইনচার্জরা নিয়মিত সেই তথ্য খতিয়ে দেখবেন। শুধু হাসপাতালে উপস্থিত থাকা নয়, রোস্টার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক আদৌ দায়িত্ব পালন করছেন কি না, তার উপরও নজর রাখা হবে বলেই দপ্তর সূত্রের খবর। এছাড়াও এই ব্যবস্থার আওতায় থাকা ইন্টার্ন, হাউসস্টাফ এবং পিজিটিদের পরিচয়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত হচ্ছে। বায়োমেট্রিক ব্যবস্থায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে দ্রুত পৃথক বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হবে। এবার থেকে ছুটি নিতে হলে আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানকে আগাম জানাতে হবে। ডিউটির সময় মেনে চলা এবং কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়টিও নতুন ব্যবস্থায় গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এই কড়াকড়ির নেপথ্যে আছে সরকারি হাসপাতালে 'ডিউটি বিক্রি' এবং বদলি ডিউটির অভিযোগ। স্বাস্থ্যদপ্তরে অভিযোগ আসে, কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ টাকা নিয়ে অন্যের হয়ে ডিউটি করছেন। ইন্টার্নদের মধ্যে ডিউটি বদলের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালানোর অভিযোগও উঠেছিল। সেখানে ডিউটির সময় অনুযায়ী টাকার অঙ্ক ঠিক করা হত বলে অভিযোগ।

কোথাও ঘণ্টাপিছু ২০০ টাকা, কোথাও ২৫০ টাকা পর্যন্ত নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসে। গত কয়েক বছর ধরে এই প্রবণতা চলছে বলেও স্বাস্থ্যদপ্তরে অভিযোগ জমা পড়ে। আর এই অভিযোগ সামনে আসার পরই 'প্রক্সি ডিউটি' বন্ধ করতে কড়া নজরদারির প্রয়োজনীয়তার কথা জানানো হয়। এবার সেই লক্ষ্যেই হাজিরা ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার করছে স্বাস্থ্যভবন। যদিও স্বাস্থ্যদপ্তরের এই পদক্ষেপে একদিকে যেমন জুনিয়র ডাক্তারদের সময়মতো হাসপাতালে উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে, তেমনই ডিউটির নামে অনিয়মের অভিযোগেও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। প্রথম ধাপে এসএসকেএম এবং এনআরএস-এ ব্যবস্থাটি চালু হওয়ার পর ফলাফল দেখে অন্য মেডিক্যাল কলেজগুলিতে তা প্রয়োগ করা হবে বলেই স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে।

টালা পার্কের পরীক্ষায় বাতিল ১৮টি বাজি, বহুতল আবাসনগুলিকে কড়া সতর্কবার্তা পুলিশ ও পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন দীপাবলি ও কালীপুজোর আগে শহরবাসীকে শব্দদূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠেছে প্রশাসন। সম্প্রতি কলকাতার টালা পার্কে বাজির গুণগত মান ও শব্দমাত্রা যাচাইয়ের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের যৌথ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে পরীক্ষার প্রথম দফায় মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ১৮টি বাজিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (নিরি)। এই যৌথ পরীক্ষা শিবিরে 'নিরি'-র আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, দমকল বিভাগ এবং কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধিরা। বাজি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে মোট ১২০টি বাজির নমুনা পরীক্ষার জন্য জমা দেওয়া হয়। তার মধ্যে প্রাথমিক ছাড়পত্র না পাওয়া বাজিগুলিকে বাতিল করে বাকি নমুনাগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বাজি শিল্প উন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর মান্না বলেন, নিরির প্রাথমিক ছাড়পত্র না মেলায় ১৮টি বাজি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাকি বাজির নমুনা ল্যাবরেটরিতে টেস্টের পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে শহরে বাজি বাজার বসার কথা থাকায়, তাই এই সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে বাজি ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, উৎসবের রাতে বহুতল আবাসনগুলিতে শব্দের তাণ্ডব রুখতে কড়া পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পরিবেশ দপ্তর ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে আবাসন কমিটিগুলির সঙ্গে একটি বিশেষ বৈঠক করছে। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আবাসনের ভেতরে কোনোভাবেই নিষিদ্ধ শব্দবাজি ব্যবহার করা যাবে না। একমাত্র অনুমোদিত 'গ্রিন ক্র্যাকার্স' বা সবুজ বাজিই ব্যবহার করা যাবে। এই নিয়ম ভাঙলে সংশ্লিষ্ট আবাসন কমিটির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করছে পুলিশ। স্থানীয় প্রশাসনের এই কড়াকড়িকে স্বাগত জানালেও নজরদারির অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন রাজ্যের পরিবেশকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, বাজি বাজার বসার অনেক আগে থেকেই শহরে চোরের পথ ধরে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ঢুকে পড়ছে। নাকা চেকিং আরও জোরালো না হলে দীপাবলির রাতে শব্দদূষণ ঠেকানো অত্যন্ত কঠিন হবে। যদিও লালবাজারের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দাবি করা হয় যে, বেআইনি বাজি মজুত ও বিক্রির বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে বিপুল পরিমাণ বেআইনি বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শ্রমিক কল্যাণে বিজেপির নতুন উদ্যোগ, শ্রমিকদের পাশে থাকতে আসছে নতুন শ্রমিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ ৪৬ বছর পর শ্রমিকদের স্বার্থে নিজস্ব নতুন সংগঠন গড়ে তোলার বড় সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক ও শ্রমিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। বিজেপির এই নতুন উদ্যোগ শ্রমিকদের অধিকার আরও মজবুত করতে এবং তাঁদের পাশে দাঁড়াতে কতটা কার্যকরী ভূমিকা নেবে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা আলোচনা চলছে। যদিও এই নতুন সংগঠন তৈরি প্রসঙ্গে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ-এর নেতা অনাদি সাহু বলেন, সংগঠনের প্রকৃত অবস্থান বোঝা যাবে আন্দোলনের ময়দান থেকেই। তিনি আরও জানান, নতুন সংগঠন শেষ পর্যন্ত কীভাবে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া তুলে ধরে, সেদিকে সকলের নজর থাকবে। অন্যদিকে, এই উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন অন্য কিছু শ্রমিক নেতা। কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি-এর নেতা কামরুজ্জামান কামার বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করতে কোনও সংগঠন এগিয়ে এলে তাকে স্বাগত জানানো উচিত। একই সুর শোনা গেছে এআইটিইউসি নেতা বিপ্লব ভট্টের গলায়। তিনি নতুন এই সংগঠনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হতে চায়, তা স্বাগত জানানো উচিত। তাঁর মতে, রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক না কেন, মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শ্রমিকদের ভালো করা। বিজেপির এই নতুন পদক্ষেপ শ্রমিক শ্রেণির অধিকার রক্ষা, কাজের নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি নতুন এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩০০ কোটি টাকার মাটি চুরির মামলায় ধৃত সুমিত রায়, ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত



দেবাশিস দে ● কলকাতা

জমি কেলেঙ্কারি ও বালি পাচারের পর এবার প্রায় ৩০০ কোটি টাকার মাটি চুরির মামলায় গ্রেপ্তার হলেন মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। শনিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালীতলা আশুতি থানায় দায়ের হওয়া এক মামলার প্রেক্ষিতে সুমিত রায়কে গ্রেপ্তার করে ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশ। এই ঘটনায় সুমিত ছাড়াও মোট ২৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তালিকায় একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী প্রশাসনিক আধিকারিকের নামও রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০২৫ সাল; প্রায় দীর্ঘ নয় বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে বিপুল পরিমাণ মাটি কাটা ও বিক্রি করা হয়েছে। বেআইনিভাবে কেটে নেওয়া এই মাটির আনুমানিক বাজারদর প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। অভিযোগ, এই চক্র থেকে উপার্জিত বিপুল কালো টাকা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকী একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও মাটি চুরির সেই টাকা সরাসরি ট্রান্সফার করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, পুরো চক্রটির মূল শিকড় কোথায় এবং এই বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন ঠিক কোন পথে হয়েছে, তা উদঘাটন করতে সুমিতকে হেপাজতে নিয়ে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে।

উল্লেখ্য, সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এই প্রথম নয়। এর আগে জঙ্গলমহলে সরকারি জমি জবরদখল করে বেআইনিভাবে বিক্রি এবং বিস্তর বালি পাচারের একাধিক গুরুতর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই সব মামলায় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (সিআইডি) তাঁকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল এবং তিনি বিচারবিভাগীয় হেপাজতে ছিলেন। সেখান থেকেই নতুন এই ৩০০ কোটি টাকার মাটি দুর্নীতি মামলায় পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিল। প্রভাবশালীদের যোগসাজশে চলা এই চক্রের জাল কত দূর বিস্তৃত, এখন তারই উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার সব কাজের তদন্ত হবে শারদ্বত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণ এবং পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন নীতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে রবিবার তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। কালীঘাট তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং দলীয় সম্পর্কের স্থায়িত্ব নিয়ে বড়সড় দাবি করার পাশাপাশি আগের জমানার একাধিক প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলেন তিনি। রবিবার তৃণমূলের অন্দর মহলে 'পিসি-ভাইপো'-র সম্পর্ক এবং দলটির বর্তমান রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কটাক্ষ করে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনো মানুষই চিরস্থায়ী সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন না।

কলকাতায় জাতীয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শিল্প প্রদর্শনী, অংশ নিল দু'শোর বেশি নবীন প্রতিভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বীণাপানি কলামন্দিরের উদ্যোগে গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদর্শনী হলে শুরু হয় 'ন্যাশনাল লেভেল স্টুডেন্টস আর্ট এক্সিবিশন ২০২৬'। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সূচনা হওয়া এই প্রদর্শনীতে অংশ



নিয়েছে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী। গ্যালারি জুড়ে স্থান পেয়েছে নবীনদের আঁকা ছবি, হস্তশিল্প ও ফটোগ্রাফির বৈচিত্র্যময় কাজ। সংস্থার সভাপতি অসিত বরণ চক্রবর্তীর মূল ভাবনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশির কুমার দত্ত, মিহির কয়াল, পার্বতী চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-ডি কর্মীদের নিয়োগে তথ্য যাচাইয়ে নবান্ন, ৬ নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট তলব

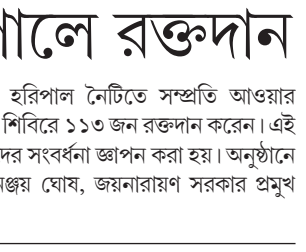
নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-ডি কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হল নবান্ন। কোন নিয়মে তাঁদের নিয়োগ হয়েছিল, সরকারি বিধি যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না, তা যাচাই করতেই সব দপ্তরের কাছে বিস্তারিত তথ্য তলব করা হয়েছে। আগামী ৬ নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার।

নবান্ন সূত্রে খবর, বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-ডি কর্মীদের নিয়োগে সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, তা পরীক্ষা করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। সেই কারণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত নথি ও তথ্য নির্দিষ্ট ছকে পাঠাতে বলা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, প্রথম পর্যায়ে সেচ দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-ডি কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হবে। বিশেষ করে ২০১১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরে জারি হওয়া সরকারি নির্দেশিকার ৯, ১১ এবং ১৪ নম্বর ধারার বিধান অনুসারে নিয়োগ হয়েছিল কি না, তা যাচাই করা হবে। ওই ধারাগুলিতে নিয়োগের পদ্ধতি, যোগ্যতা এবং প্রশাসনিক অনুমোদন সংক্রান্ত যে নিয়মাবলি রয়েছে, সেগুলি যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না, তা পরীক্ষা করবেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা।

নবান্নের একাংশের মতে, তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র সামনে আসবে। কোথাও নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ বা প্রক্রিয়াগত ত্রুটি থাকলে, তার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হলে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের ইঙ্গিত।

হাওড়া স্টেশনে পাচারের ছক বানচাল, উদ্ধার ৪২টি বিরল কচ্ছপ, আটক এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার সকালে হাওড়া স্টেশন চত্বরে এক নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে একটি বড়সড় কচ্ছপ পাচারচক্রের পর্দাফাঁস করল হাওড়া সিটি পুলিশ। স্টেশন সংলগ্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের ভিড়ের সুযোগ নিয়ে থার্মোকলের বাক্সে ভরে কচ্ছপ পাচারের চেষ্টা চলছিল। তবে উপস্থিত ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় তা ভেস্তে যায় এবং ৪২টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে দুন এক্সপ্রেসে চেপে দুই ব্যক্তি হাওড়া স্টেশনে নামেন। এরপর তাঁরা স্টেশন চত্বরে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে তার ডিকিতে থার্মোকলের একটি বড় বাক্স তোলার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় সেখানে দায়িত্বরত হাওড়া স্টেশন ট্রাফিক গার্ডের কর্মীদের ওই দুই ব্যক্তিকে দেখে সন্দেহ হয়। পুলিশ কর্মীদের একাংশ জানান, ট্যাক্সির ডিকিতে বাক্সটি তোলার সময় সন্দেহ হওয়ায় আমরা তাঁদের কাছে গিয়ে জানতে চাই যে, ওই বাক্সের ভেতর আসলে কী রয়েছে? পুলিশের এই আচমকা জিজ্ঞাসাবাদে ভয় পেয়ে যান দুই সন্দেহভাজন। ট্রাফিক গার্ডের কর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ এলাকা ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। তবে পুলিশ অন্য ব্যক্তিকে ধরে ফেলতে



সক্ষম হয়। এরপর বাক্সটি খুলে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় পুলিশ কর্মীদের। বাক্সের ভেতর থেকে একে একে ৪২টি বিরল প্রজাতির জ্যান্ত কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়। এরপর আটক ব্যক্তি ও কচ্ছপগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গোলবাড়ি থানায়। ঘটনা প্রসঙ্গে তদন্তকারী আধিকারিকদের বক্তব্য, ধৃত ব্যক্তিকে থানায় রেখে জেরা করা হচ্ছে। এই কচ্ছপগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। সেই সঙ্গে এই চক্রের পেছনে আর কারা যুক্ত, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে হাওড়া পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলোকে নিরাপদ হেপাজতে রাখার জন্য ইতিমধ্যেই বন দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় পাচারকারীর সন্ধানে জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

হুগলির হরিপালে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জেলার হরিপাল নৈটিতে সম্প্রতি আওয়ার অবলম্বন সংস্থার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরে ১১৩ জন রক্তদান করেন। এই উপলক্ষে গ্রামে চিকিৎসারত চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষে মুজিবর রহমান, ডা. ধনঞ্জয় ঘোষ, জয়নারায়ণ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **ARCHANA SAHA (OLD NAME)**, D/O LATE SADHAN CHANDRA DAS, AGED ABOUT 52 YEARS, BY FAITH - HINDU, BY OCCUPATION BUSINESS, RESIDING AT 74/85, SAHAPARA, P.O. & P.S. - RAHARA, NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA 700118, DO HEREBY DECLARE THAT I WAS MARRIED TO SRI DEBASISH SAHA ON 01.09.1988 AND THE SAID MARRIAGE WAS DISSOLVED BY A DECREE OF DIVORCE DATED 04.01.2021 PASSED BY THE LD. ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, 3RD COURT, BARRACKPORE, IN MAT SUIT NO. 747 OF 2019. I HAVE NOW REVERTED TO MY MAIDEN SURNAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS **ARCHANA DAS (NEW NAME)** INSTEAD OF **ARCHANA SAHA (OLD NAME)**. I FURTHER DECLARE THAT **ARCHANA SAHA (OLD NAME)** AND **ARCHANA DAS (NEW NAME)** ARE ONE AND THE SAME PERSON. I HAVE ALSO SWORN AN AFFIDAVIT BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE AT BARRACKPORE ON 13.10.2026 DECLARING THE SAID CHANGE OF NAME.

NOTICE

District: South 24 Parganas
In the Court of District Delegate 1st. Civil Judge (Sr. Divn.) at Alipore.
Act 39, L.A. Case No. 501/2025

Mr. CLEMENT AROKIANATHAN, Son of late Joseph Arokianathan residing at A-26, Satyen Park, M.G. Road, Joka, Kolkata, R.C. Thakurani, Kolkata - 700104 ...Applicant

NOTICE is hereby given to all concern that deceased **Charles Thomas Arokianathan** Son of late Joseph Arokianathan, elder brother of the applicant, was a Christian, died intestate on 16.06.2005, leaving behind his only brother **Clement Arokianathan** of A-26, Satyen Park, M.G. Road, Joka, Kolkata, R.C. Thakurani, Kolkata- 700104, P.S. Thakurpukur, for grant of letter of Administration (L.A.). It is further stated that at the time of death of deceased has no legal heirs except the applicant. If anybody have any objection may file objection within 30 days by himself or through by an advocate, otherwise it may be heard ex-parte.

BY ORDER
Sheristadar, Alipore District Delegate Court, South 24 Parganas.08/10/26

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল, পিএস লজিস্টিকস পার্ক এলএলপি, যার কার্যালয় ১০০২, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০ ১০৫ (''ডেভলপার")-এ অবস্থিত, তার পক্ষে **নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে**, মৌজা উনসানি, জে.এল. নং ১১০, থানা জগাছা, জেলা হাওড়া-তে অবস্থিত সম্পত্তি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত আসল নথিপত্রগুলি, যা ডেভলপারের উক্ত কার্যালয়ে তার হেফাজতে রাখা হয়েছিল, তা হারিয়ে গেছে / অন্য কোথাও রাখা হয়েছে

১. **মূল ডিড অফ কনভিয়েন্স** ১৬.১০.২০১২ তারিখের জুবিল্যান্ট ফার্স্ট ট্রাস্ট হেলথকেয়ার লিমিটেড (বিক্রেতা) এবং হাওড়া হাট ডেভলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড (ক্রেতা)-এর মধ্যে, যা এ.ডি.এস.আর., ডোমজুড়-এর অফিসে নিবন্ধিত, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৮, ১৭২৪ থেকে ১৭৫৯ নং পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে, যা ২০১২ সালের জন্য ০৫৯৭১ নং; এবং

২. **আসল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি** ০৯.১০.২০১৫ তারিখের সুশীল কুমার জানা এবং অভিষেক জানা (দাতাগণ) কর্তৃক শ্রী সোমনাথ কুমার (অ্যাটর্নি)-এর অনুকূলে সম্পাদিত, যা এ.ডি.এস.আর., ডোমজুড়-এর অফিসে নিবন্ধিত, বুক নং ৪, ভলিউম নং ০৫০৪-২০১৫, ৩০৫৭ থেকে ৩০৭২ নং পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে, যা ২০১৫ সালের জন্য ০৫০৪০০৪৩৩ নং।

হারানোর বিষয়ে প্রগতি ময়দান পুলিশ স্টেশনে ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের একটি জেনারেল ডায়েরি, যার জি.ডি. নং ১৯৫৩, দায়ের করা হয়েছে।

যেকোনো ব্যক্তি যিনি উক্ত আসল নথিপত্রগুলি খুঁজে পান বা তার দখলে আসে তাকে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে এবং হস্তান্তর করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

উক্ত আসল নথিপত্র বা তাদের সাথে কোনো লেনদেনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা কোনো ধরনের আপত্তি থাকলে, তাকে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সহায়ক নথিপত্র সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ধরে নেওয়া হবে যে এই ধরনের কোনো দাবি বা আপত্তি নেই এবং ডেভলপার সার্টিফায়েড কপি সংগ্রহ করতে এবং/অথবা সেই অনুযায়ী বিষয়টি মোকাবিলা করতে অগ্রসর হবে।

কোনো ব্যক্তি বা সত্তা দ্বারা উক্ত আসল নথিপত্রের কোনো অননুমোদিত ব্যবহার, অপব্যবহার বা প্রতারণামূলক লেনদেনের জন্য আমার মক্কেল দায়ী থাকবেন না।

আরাত্রিকা ঘোষ
অ্যাডভোকেট
আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট

তারিখ : ৩০ অক্টোবর, ২০২৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চোরবাগানে দোতলা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর সময় মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনার ক্ষত এখনও টাটকা। সেই চোরবাগান এলাকাতেই ফের এক বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার সকালে চোরবাগানের একটি দোতলা বাড়ির একতলায় হঠাৎই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তবে দমকলকর্মী ও স্থানীয়দের যৌথ তৎপরতায় বড় ধরনের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এই ঘটনায়

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২ নভেম্বর ২০২৬, ১৫ কার্তিক ১৪৩৩, সোমবার

চোরবাগান থেকে শিক্ষা, কালী-জগদ্ধাত্রী-ছটে নবান্নের নজিরবিহীন নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চোরবাগান-কাণ্ডের তীব্র অভিঘাতের পর রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক রাখতে নারাজ রাজ্য প্রশাসন। দুর্গাপুজো মিটলেও দরজায় কড়া নাড়ছে কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং ছটপুজো। উৎসবের এই দিনগুলিতে মণ্ডপে মণ্ডপে যেমন দর্শনার্থীদের ঢল নামবে, তেমনই ছটপুজোয় গঙ্গার ঘাটগুলিতে উপচে পড়বে পুণ্যার্থীদের ভিড়। অনভিপ্রেত ঘটনা কিংবা হুড়োহুড়ি এড়াতে এবং জননিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নবান্নের তরফ থেকে জারি করা হল একগুচ্ছ কঠোর নির্দেশিকা। মণ্ডপ নির্মাণ থেকে শুরু করে নদীতীরের নিরাপত্তা; সব ক্ষেত্রেই বাড়তি নজরদারি চালানোর স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে প্রশাসন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজো কমিটিগুলিকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দর্শনার্থীদের অবাধ চলাচলের জন্য মণ্ডপের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ অত্যন্ত চওড়া করতে হবে। কোনোভাবেই মণ্ডপের ভেতর অতিরিক্ত ভিড় জমতে দেওয়া যাবে না। একইসঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুজো মণ্ডপগুলিতে বিগত বছরগুলির ভিড়ের অনুপাত বিচার করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। পাশাপাশি, গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপগুলিতে থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি এও বলা হয়েছে, মণ্ডপ ও সংলগ্ন রাস্তায় আলোর ঘাটতি রাখা চলবে না। পাশাপাশি, যে কোনো জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ফার্স্ট এইড ও অ্যাম্বুল্যান্সের সুব্যবস্থা রাখতে হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পুজো শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা যৌথভাবে এলাকা পরিদর্শন করে সার্বিক নিরাপত্তার ছাড়পত্র দেবেন।



এছাড়াও উৎসবের দিনগুলিতে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি এড়াতে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, মণ্ডপ এলাকায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের পাশাপাশি সার্বিক নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলক। নবান্নের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, মণ্ডপে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে খবর পাওয়ার ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে দমকলের ইঞ্জিন যাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেতে পারে, তার জন্য বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম প্রস্তুত রাখা হবে। এখানেই শেষ নয়, কালী ও জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জন এবং ছটপুজোয় নদীতীর ও গঙ্গার ঘাটগুলিতে ভিড় সামলাতে বিশেষ গাইডলাইন দিয়েছে প্রশাসন। ঘাটে টহলদারি নৌকোগুলিতে পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের সুরক্ষায় পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ঘাট এলাকা সম্পূর্ণভাবে আলোয় মুড়ে ফেলতে হবে, কোথাও যেন অন্ধকারের সুযোগে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। থাকবে সিসিটিভি নজরদারি।

ছটপুজোয় আসা মহিলা পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ও গোপনীয়তা রক্ষায় ঘাটের কাছেই পৃথক পোশাক পরিবর্তনের ঘর তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে মণ্ডপ এলাকা থেকে শুরু করে নদীতীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে নবান্ন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপ এবং যৌথ নজরদারির ফলে সাধারণ মানুষ যে নিরাপদে উৎসব উপভোগ করতে পারবেন, সে বিষয়ে আশাবাদী নবান্নের শীর্ষ কর্তারা।

ভিক্টোরিয়ায় চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো প্রকাশ মিঠুন চক্রবর্তীর

উদ্বোধনী মঞ্চে আমন্ত্রিত একঝাঁক বলি থেকে দক্ষিণী তারকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এই বছরের উৎসবের কাউন্টডাউন শুরু করে রবিবার নন্দনে একটি জমকালো সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উন্মোচিত হল ৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অফিসিয়াল লোগো। এবারের উৎসবের লোগোটি বিশেষ থিমে ডিজাইন করেছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়। এদিন নন্দন চত্বরে বিশিষ্ট তারকাদের উপস্থিতিতে লোগো উন্মোচন করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী সহ টলিউডের একঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গোটা অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরজুড়ে চলতে থাকা এই রূপোলি পর্দার মহাসমারোহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে এবার বড় চমক দেওয়া হয়েছে। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। এই ঘোষণার পর থেকেই উৎসবকে ঘিরে আমজনতা ও সিনেমা মহলের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ এবং উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গুরুত্ব তুলে ধরে আরও জানানো হয়, এ বছর চলচ্চিত্র উৎসবের 'ফোকাস কান্ট্রি' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ডকে। প্রতি বছরের মতো এবারও দেশ-বিদেশের বহু ভাষার সেরা সিনেমা প্রদর্শনের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এবারের উৎসবে বলিউড এবং দক্ষিণী সিনেমার মহাতারকাদের এক রাজকীয় সমাবেশ ঘটতে চলেছে কলকাতায়। এই উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে ভারতীয় সিনেমার একঝাঁক মহাতারকাকে। আমন্ত্রিতদের এই তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণের সুপারস্টার রজনীকান্ত, প্রভাস, বলিউডের সুপারস্টার অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, অনুপম খের, কঙ্গনা রানাওয়াত, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার, চিত্র পরিচালক অনুরাগ বসু, মধুর ভাণ্ডারকার-সহ একাধিক জ্ঞানীগুনি ব্যক্তিরা। রবিবারের লোগো প্রকাশের হাত ধরেই চলচ্চিত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেল। ডিসেম্বরের কনকনে ঠান্ডায় এই মেগা তারকাদের উপস্থিতিতে তিলোত্তমা কলকাতা যে রূপোলি পর্দার জাদুতে মেতে উঠতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: শিক্ষার মন্দির হিসেবে পরিচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের একবার নারী নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি ও যৌন হেনস্তা করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠল এক শিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজি ভবনে এই ঘটনা ঘটে। কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের কয়েকজন ছাত্রী ওই ভবনের ওপরের তলার সিঁড়ির কাছে বসেছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষাকর্মী আচমকাই সেখানে এসে তাঁদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বাকি ছাত্রীরা নিচ নেমে গেলেও, ওই ছাত্রী অন্য একটি তলায় রয়ে যান। অভিযোগ উঠেছে, এরপর ওই শিক্ষাকর্মী সেখানে গিয়ে ওই ছাত্রীর নাম, বিভাগ ও ফোন নম্বর জানতে চান এবং তাঁকে জোর করে নিচের তলায় নামিয়ে আনতে চান। সেই সুযোগেই ওই ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয় বলে অভিযোগ। হাত ধরে টান মারা এবং শ্লীলতাহানির মতো গুরুতর নিগ্রহের



শিকার হতে হয় বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন ওই ছাত্রী।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন পড়ুয়াদের একাংশ। দ্রুত উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে নিগৃহীতা ছাত্রীকে পুলিশে অভিযোগ দায়ের কিংবা অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি-র দ্বারস্থ হওয়ার-দুটি বিকল্প পথেরই পরামর্শ দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ছাত্রীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিতেই অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। উপাচার্য জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের অন্যান্য ঘটনার মতোই নিয়ম মেনে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। পাশাপাশি, অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা না পড়া পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষাকর্মীর ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত শ্লীলতাহানি ও হেনস্তা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত শিক্ষাকর্মী। তাঁর পাল্টা দাবি, টেকনোলজি ভবনের ওই নির্দিষ্ট ফ্লোরে এর আগে ল্যাপটপ চুরির মতো ঘটনা ঘটেছিল। সেই কারণে অনুমতি ছাড়া পড়ুয়াদের ওই এলাকায় যাতায়াত করতে নিষেধ করা হয়। তাঁর দাবি, ছাত্রীদের সেখানে বসে থাকতে দেখে শুধুমাত্র সতর্ক করতেই তিনি ওপরে গিয়েছিলেন, কোনো শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেনি। ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে বলে দাবি ওই কর্মীর।

বুদ্ধগয়া যাওয়ার জন্য নিয়মিত বাস পরিষেবা চালু করা হবে: অর্জুন সিং



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে কঠিন চীবর দান উৎসব অন্যতম প্রধান একটি ধর্মীয় আচার। সাধারণত তিন মাসের বর্ষাবাস সমাপ্তির পর বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের বস্ত্র কিংবা চীবর দান করা উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। রবিবার শ্যামনগর বোধি বিহারে ৬২ তম কঠিন চীবর দান উৎসব আয়োজিত হল। শ্যামনগর বোধি বিহারের পক্ষ থেকে এদিন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে একাধিক দাবি রাখা হয়েছে। সেই দাবিগুলো পূরণ করার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী। তিনি জানান, পবিত্র তীর্থক্ষেত্র 'বুদ্ধগয়া'য় যাওয়ার জন্য নিয়মিত বাস পরিষেবা চালু করা হবে। দ্বিতীয়ত, শ্যামনগর বোধি বিহারে একটা কমিউনিটি সেন্টারও গড়ে তোলা হবে। মন্ত্রী আরও জানান, শ্যামনগর বোধি বিহারকে কয়েক বছর আগে তিনি একটা অ্যাম্বুল্যান্স দিয়েছিলেন। বোধি বিহার কর্তৃপক্ষের দাবি মেনে পুনরায় তিনি আরেকটি অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান করবেন। উক্ত কঠিন চীবর দান উৎসবে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হিমাংশু সরকার-সহ বিশিষ্টজনেরা।

ফেডারেশনের ভোটে কড়া নজরদারি, টেকনিশিয়ানদের আশ্বস্ত করে কড়া বার্তা মিঠুন-রূপার



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে অবশেষে টলিপাড়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফেডারেশনের বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচন। রবিবার ছিল এই নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিন। ভোটগ্রহণ পর্বের দ্বিতীয় দিনে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও চত্বরে উপস্থিত হয়ে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এবং বিধায়িকা অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা থেকে শুরু করে ভোটার তালিকা বিভ্রাট, সব বিষয়েই তাঁরা রবিবার নিজেদের স্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরেন। এদিন ভোটের পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ভোটদান পর্ব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। ভোটার, প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনার ছাড়া আর কারও ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নেই। নিয়ম মেনে যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। এদিন ভোটার তালিকায় নাম না থাকা এবং নথিপত্রের অভাবে বেশ কিছু কলাকুশলীর ভোট দিতে না পারা প্রসঙ্গে তিনি টেকনিশিয়ানদের আশ্বস্ত করে বলেন, কার্ড জমা না দেওয়া বা নথির সমস্যার কারণে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই। নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ হলেই বাদ পড়া মানুষদের নিয়ে আমরা বসব এবং প্রত্যেকের সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। একই সঙ্গে ইন্ড্রাস্ট্রির অস্বচ্ছতা দূর করার বার্তা দিয়ে তিনি আরও বলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা বহু ভুয়ো কার্ড ও বেনিয়ম যাচাই করে দেখা হচ্ছে। যাঁরা প্রকৃত কর্মী এবং যাঁদের কার্ড আসল, তাঁদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা হবে। অন্যদিকে, বিধায়িকা অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে স্টুডিওর ভেতরে না ঢুকে বাইরে বসেই গোটা নির্বাচন পর্ব প্রত্যক্ষ করেন। এদিন নিয়মানুবর্তিতার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, একেবারে নিয়ম মেনেই ভোট হচ্ছে। অতীতে ইন্ডাস্ট্রিতে যেভাবে আধিপত্য ও খবরদারি চলেছে, তা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। আমি এখানে কোনো রাজনীতি বা নেতাগিরি করতে আসিনি; আমরা সবাই চাই সুস্থ কাজের পরিবেশ ও সঠিক সমাধান। রবিবার কড়া পুলিশি নজরদারি ও সিসিটিভি প্রহরার মধ্যে দ্বিতীয় দিনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়। টলিউডে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির কর্মপরিবেশে নতুন দিশা পাওয়া যাবে বলেই আশাপ্রকাশ করছেন উপস্থিত কলাকুশলীরা।

ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটির নির্দেশে বাড়ানো হল মমতার বাড়ির সুরক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাসের নিরাপত্তা বলয় আরও জোরদার করা হল। বাড়ির সামনে থাকা লোহার ব্যারিকেডের উচ্চতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি। নতুন করে লোহার অতিরিক্ত কাঠামো ও রেলিং বসিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে গোটা এলাকায়। কারণ, পুলিশ ও রাজনৈতিক সূত্রের খবর, নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর রাজ্যজুড়ে ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূলের নেতাদের। সেই ক্ষোভের আঁচ এসে পৌঁছেছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দরজাতেও।

সম্প্রতি কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে এবং তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে একাধিক অসন্তোষ প্রকাশের ঘটনা ঘটেছে। কোথাও 'চোর-চোর' স্লোগান, কোথাও আবার বিক্ষোভকারীদের ডিম ছুড়ে মারার অভিযোগ সামনে আসে। বিশেষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কুণাল ঘোষের ওপর অতর্কিত ডিম হামলার ঘটনায়



ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। জনৈক কালো পোশাক পরা যুবক সরাসরি তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে বলে অভিযোগ। এই নজিরবিহীন ঘটনার পরেই ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটির ভূমিকা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠেছিল।

এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই কড়া পদক্ষেপ নিল ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি। উল্লেখ্য, গত জুন মাসেই কালীঘাটে মমতার বাড়ির সামনে নিরাপত্তার স্বার্থে একটি অস্থায়ী 'ভিউ কাটার' তোলা হয়েছিল। তবে সেই ভিউকাটারের নিচের অংশে লোহার ব্যারিকেড থাকলেও ওপরের অংশটি অনেকটাই খোলা ছিল। নিরাপত্তা পর্যালোচনার পর এবার সেই ফাঁকা অংশেই উঁচু লোহার রেলিং ও অতিরিক্ত কাঠামো জুড়ে ব্যারিকেড সম্পূর্ণ সুসংহত করা হয়েছে। এর ফলে বাইরে থেকে ভেতরের চত্বর দেখা তো যাবেই না, পাশাপাশি বাইরে থেকে কোনও বস্তু বা পদার্থ ভেতরে ছুড়ে মারাও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

পুলিশকে হুমকি, অভিষেকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশ প্রশাসনকে 'হুঁশিয়ারি' এবং ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জমা পড়ল লিখিত অভিযোগ। বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় ই-মেল ও চিঠির মাধ্যমে এই অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজীব সরকার নামে বাগুইআটির এক বাসিন্দা। ওই ব্যক্তির দেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

আইন ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এক সাংবাদিকে সম্মেলনে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের কয়েকজন আধিকারিককে উদ্দেশ্য করে কড়া বার্তা দেন। ইন্দ্রনীল সেনের গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গ তুলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিষেকের দাবি, তাঁর আপ্তসহায়ককে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে প্রায় আড়াই মাসেরও বেশি সময় ধরে হেপাজতে রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল সাংসদ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যারা ভাবছেন বিরোধী নেতার অঙ্গুলিহেলনে কাজ করবেন, তাঁদের জানিয়ে রাখছি, সময় ও সরকার পরিবর্তন হলে কেউ বাঁচাতে আসবে না।' পাশাপাশি



পুলিশ আধিকারিকদের নাম লাল কালিতে চিহ্নিত করে রাখার কথাও বলেন তিনি।

অভিযোগকারী রাজীব সরকারের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের ওপর মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করছে এবং তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ডিজিটাল ও সামাজিক মাধ্যমে এই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ায় তা পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা এবং আইনশৃঙ্খলার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। অভিযোগপত্রে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় তদন্ত প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন জানানো হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, জমা পড়া অভিযোগপত্রটি আইনি দিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং অপরাধের প্রাথমিক উপাদান রয়েছে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, এই গোটা ঘটনা ও বিতর্কের ওপর সরাসরি মন্তব্য না করলেও প্রশাসনিক নিয়ম ও আইনের বিষয় তুলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'এখন জিরো এফআইআরের যুগ। অভিযোগ এলেই পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হয়। কার বিরুদ্ধে অভিযোগ কার্যকর হবে বা কার বিরুদ্ধে হবে না, তা পুলিশের তদন্তের বিষয়। পুলিশমন্ত্রীর দায়িত্ব হল দেশে ও রাজ্যে নতুন আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কি না তা দেখা।'

একইসঙ্গে অভিষেকের 'ওয়ার্নিং'-এর কড়া জবাব দিয়ে শুভেন্দু কটাক্ষ করে এও বলেন, 'ওর আপ্তসহায়ক যা যা তথ্য দেওয়ার ইতিমধ্যেই তা পুলিশ ও তদন্তকারীদের জানিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার দরুন দু-চারজন লোক হয়তো এখনও ভিতরে রয়ে গিয়েছে, যাদের সাহায্যে গোপনে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।' পাশাপাশি তাঁর আরও সংযোজন, 'এখন সোডিয়াম-পটাশিয়ামের ভারসাম্য হারিয়ে এই ধরনের আশঙ্কাজনক মন্তব্য করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক যেতে চাইলে যেতে পারেন, আমরা এনওসি দিয়ে দেব। সব বিষয়ের ওপরই নজর রাখা হচ্ছে।' এদিকে পুলিশ সূত্রের খবর, প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরেই এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিরোধী জোটের সমাবেশকে কটাক্ষ সুকান্তর, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে করলেন তীব্র মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লিতে বিরোধী শিবিরের মেগা সমাবেশকে লক্ষ্য করে এবার সুর চড়ালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার দিল্লিতে বিরোধীদের 'ইন্ডি' জোট এবং কালীঘাট-তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, এই জোটের কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই এবং বিরোধীরা কেবল দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে। দিল্লির সমাবেশে কালীঘাট তৃণমূল নেত্রীর যোগদান এবং জোটের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, আগে উনি এই 'ইন্ডি' জোটকে একেবারেই পাত্তা দিতেন না।নিজেকেই দেশের হবু প্রধানমন্ত্রী বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে ওনাদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়াও রবিবার তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপ এবং বিরোধীদের ইভিএম ও ভোট চুরির অভিযোগ প্রসঙ্গে সুকান্ত স্পষ্ট ভাষায় জানান, আইন সবার জন্য সমান। দুর্নীতি করলে দেশের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার কাজ করবেই। রাজপথে দাঁড়িয়ে বা বড় বড় ভাষণ দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা ঠিক করা যায় না। একই সঙ্গে বিরোধীদের অভিযোগকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে যে কেউ প্রতিবাদ করতে পারেন, সরকার তার অনুমতিও দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেশে একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরির যে চেষ্টা বিরোধীরা করছে, তা দেশের মানুষ মেনে নেবে না। যদিও রাজনৈতিক মহলের মতে, দিল্লিতে আপ নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিরোধীদের এক মঞ্চে আসা এবং সেখানে তৃণমূলের উপস্থিতিকে বিজেপি যে রাজনৈতিকভাবে হালকাভাবে নিচ্ছে না, তা এদিন সুকান্ত মজুমদারের এই আক্রমণাত্মক মন্তব্যই তারই প্রমাণ।



কলকাতা মেট্রো রেলের ব্লু লাইনে নেতাজি ও মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'ট্রাফিক অ্যান্ড পাওয়ার ব্লক' থাকায় বাসস্টপে যাত্রীদের ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

সম্পাদকীয়

বিদায় নিক থ্রেট থেকে ব্যান কালচার, সুস্থ পরিবেশ ফিরুক টলিপাড়ায়

দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন শেষ করে ফের নির্বাচন হল টলিপাড়ায়। তৃণমূল আমলের থ্রেট কালচার, মতবিরোধ, রাজনৈতিক দলাদলি থেকে বয়কট-সংস্কৃতি পেরিয়ে এবার নতুন নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার পালা টলিপাড়া জুড়ে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই প্রথম টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল গিল্ডগুলির নির্বাচন। শনিবার ও রবিবার মিলিয়ে ২৩টি গিল্ডের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে নির্বিঘ্নে। বিভিন্ন গিল্ডের সভাপতি পদে নতুন মুখ বেছে নিতেই এই আয়োজন। গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা তথা মেগাস্টার মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, এতদিন ইন্ডাস্ট্রিতে একনায়কতন্ত্র চলছিল। অনেকেই কাজ করতে চাইছিলেন না। এই ভোটের পর পরিস্থিতি বদলাবে। নতুন করে ছবি তৈরি করার ক্ষেত্রে পরিচালকদের উৎসাহ দিয়ে মিঠুন বলেন, রাজ্য সরকার ছবির জন্য ৩০ শতাংশ ভরতুকি দিচ্ছে। তাই পরিচালকদের আরও বেশি করে ছবি তৈরিতে এগিয়ে আসা উচিত। সবমিলিয়ে তাঁর নেতৃত্বে হওয়া এই নির্বাচন নিয়ে কোথাও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। আগাগোড়া বিতর্কহীন নির্বাচন। ফলে এখন সবারই আশা, এবার নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরবে টলিউডে। যা বহুদিন থেকে চাহিদা ছিল শিল্পী ও কলাকুশলীদের। গত কয়েক বছরে বারবার শিরোনামে এসেছে টলিপাড়া। কখনও পারিশ্রমিক না পাওয়া, কখনও পরিচালক বনাম শিল্পী, কখনওবা শিল্পী বনাম কলাকুশলী, এমন বিরোধ বারবার সামনে এসেছে। আবার কখনও বা পছন্দ না হলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া কিংবা কাউকে বয়কট করা। এমন অনেক পরিস্থিতির সাক্ষী হয়েছে টলিপাড়া। এই আবহে টলিপাড়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটে টলিপাড়ার সংগঠনগুলিতে নতুন করে নির্বাচন এবং স্বচ্ছতা ফেরানোর দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল। অবশেষে সেই কঠিন কাজটা সম্ভব হল। এর জন্য রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। কারণ, তাদের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব হত না। এখন সুস্থ পরিবেশ ফিরলেই মঙ্গল।

শব্দছক ৩০০

রবি দাস

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
■	৬		৭		■	৮	■
৯		■		■	১০		
	■	১১		১২	■		■
■	১৩		■	১৪	১৫		১৬
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			■

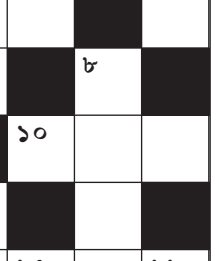
পাশাপাশি: ১. কবরে স্থাপিত ৩. বাধাপ্রাপ্ত ৫. রাত্রি ৬. মাতালের ক্রিয়াকলাপ ৯. জনক ১০. মঙ্গলকর্তা শিব ১১. মতের মিল নেই ১৩.ভগবৎ চিন্তায় ধ্যান ১৪. রুচিসম্মত ১৮. সবেমাত্র ১৯. নানা প্রকার ২০. ষাঁড়

ওপর-নিচ: ১. সাল ২. সাহস ৩. যা বলা হয়েছে ৪. নৌকা ৫. নমন ৬. জননী ৭. ঘোড়ার জিন ৮. আবেদনকারী ৯. কোকিল ১১. ক্লান্ত ১২. বৃক্ষ ১৫. যে মাছের মুইঠ্যা খুব আদরণীয় খাদ্য ১৬. শোণিত ১৭. ভানু

সমাধান ২৯৯ — পাশাপাশি: ১. অহেতুক ৩. বিপ্র ৫. জন্য ৬. চুর্নি ৮. রালা ১০. রদন ১২. বনতল ১৪. পর ১৫. রবি ১৬. কারাগার ১৮. আকার ১৯. গাধী ২০. তেলা ২২. কাল ২৩. নগ্ন ২৪. ফয়সালা

ওপর-নিচ: ১. অন্য ২. কচু ৪. প্রস্থান ৫. জবাব ৭. নিরপরাধ ৮. রাতবিরেতে ৯. লাল ১১. দরগা ১৩. নরক ১৬. কাগা ১৭. রশনা ১৮. আপন ২১. লাফ ২২. কালা

আজকের দিন



■ **১৯৭৬** — ভারতের সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী পাস করে, যার মাধ্যমে ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয়।

■ **২০০০** — নিউজিল্যান্ডের সাবেক ব্যাটসম্যান জন রাইট ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত হন।

জন্মদিন



১৯৪১ *বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণ শৌরির জন্মদিন।*

১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাহরুখ খানের জন্মদিন।*

১৯৮১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঈশা দেওলের জন্মদিন।*

শাহরুখ খান

স্বাধীনতার লড়াইয়ে দুই অগ্নিবারুদ

বেবি চক্রবর্তী





ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম উচ্চারিত হলেই সামনে ভেসে ওঠে এক দুরন্ত, আপসহীন ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ছবি। তিনি স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন;সব মিলিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু নেতাজির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত পরিসরে এমন অনেক সহযোদ্ধার নাম রয়েছে, যাঁরা স্বাধীনতার ইতিহাসে তুলনামূলকভাবে আড়ালে থেকে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম লীলা রায়;যিনি লীলা নাগ নামেও পরিচিত ছিলেন। নারীশিক্ষা, নারী সংগঠন, বিপ্লবী আন্দোলন, রাজনৈতিক সংগ্রাম, সাংবাদিকতা এবং পরবর্তী সময়ে দাঙ্গা ও উদ্বাস্তুদের ত্রাণকাজ;জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তিনি ছিলেন সক্রিয়।

লীলা রায় ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্ক কেবল ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁদের মধ্যে ছিল একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক আদর্শের মিল;স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও সামাজিকভাবে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। নেতাজির নেতৃত্বে যখন কংগ্রেসের রাজনীতিতে নতুন দিশার সন্ধান শুরু হয়, লীলা রায় তখন নারীদের সংগঠিত করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিকে আরও বিস্তৃত করছিলেন।

ঢাকা থেকে শুরু এক ব্যতিক্রমী যাত্রা

লীলা রায়ের জন্ম ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের গোয়ালপাড়ায়। তাঁর শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছিল ঢাকায়। পরবর্তী সময়ে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা লাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী স্নাতক হিসেবে ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নেন।

সেই সময়ে নারীদের উচ্চশিক্ষা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ আজকের মতো স্বাভাবিক ছিল না। সামাজিক রক্ষণশীলতা, ঔপনিবেশিক শাসন এবং নারীদের ঘরবন্দি রাখার প্রচলিত মানসিকতা;সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়েই লীলা রায় নিজের পথ তৈরি করেছিলেন।শিক্ষা তাঁর কাছে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির মাধ্যম ছিল না। তিনি মনে করতেন, নারীকে শিক্ষিত ও সংগঠিত না করলে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন পূর্ণতা পাবে না। এই ভাবনা থেকেই নারীশিক্ষা ও নারী সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন।

১৯২৩ সালে ঢাকায় তিনি দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে শিক্ষার পাশাপাশি শারীরিক প্রশিক্ষণ, আত্মরক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। গবেষণামূলক সূত্রে দেখা যায়, দীপালি সংঘ ও তার সঙ্গে যুক্ত নারী সংগঠনগুলির মাধ্যমে বহু তরুণী পরবর্তীকালে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। এই পর্বেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে লীলা রায়ের রাজনৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক;স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি কেবল পুরুষদের আন্দোলন হিসেবে দেখতে চাননি।

নেতাজির সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ

লীলা রায় ও সুভাষচন্দ্র বসুর যোগাযোগের সূত্র আরও পুরনো। ১৯২১ সালের বাংলার বন্যার সময় ত্রাণকার্যে সুভাষচন্দ্র বসু সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। তরুণী লীলা নাগও সেই ত্রাণ প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন এবং নারী সমাজকে সংগঠিত করে অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহে ভূমিকা নেন। এই ঘটনাটি তাঁদের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তী কয়েক দশকে রাজনৈতিক সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের পথ বারবার এক জায়গায় এসে মিলেছে। দুজনের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সব সময় সম্পূর্ণ অভিন্নতা ছিল;এমন দাবি করা ঠিক হবে না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসান, জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের মধ্যে গভীর রাজনৈতিক সাযুজ্য ছিল।

লীলা রায়ের কর্মকাণ্ড ছিল বিশেষভাবে সংগঠনকেন্দ্রিক। তিনি নারীসমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় শক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু বৃহত্তর জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরও সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংগ্রামমুখী করার চেষ্টা করছিলেন। এই দুই প্রবণতার মিলন তাঁদের রাজনৈতিক সম্পর্ককে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

নারী জাগরণ থেকে বিপ্লবী রাজনীতি

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনেও লীলা রায় অংশ নেন। সেখানে তিনি বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অর্থাৎ তিনি তখন আর শুধু নারীশিক্ষার কর্মী নন; জাতীয় রাজনীতির বৃহত্তর পরিসরেও তাঁর উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এরই পাশাপাশি তিনি বিপ্লবী তরুণীদের সংগঠিত করার কাজ চালিয়ে যান। দীপালি সংঘের কর্মকাণ্ডে শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং আত্মরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। পরবর্তীকালে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো বিপ্লবী নারীরাও এই ধরনের প্রশিক্ষণমূলক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হন।

এখানেই লীলা রায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সামনে আসে। তিনি একদিকে নারীশিক্ষার পক্ষে ছিলেন, অন্যদিকে নারীর আত্মনির্ভরতা ও রাজনৈতিক সাহসকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখেছিলেন।

১৯৩১ সালে তিনি গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘ সময় কারাবন্দি থাকেন। জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৩৭ সালে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলায় নারী সংগঠন গড়ে ওঠে।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক পর্ব

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সভাপতিত্বের সময় স্বাধীনতার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়েও আলোচনা গুরুত্ব পায়। পরিকল্পিত অর্থনীতি, শিল্পায়ন এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করছিলেন।

এই সময়ে জাতীয় পরিকল্পনার জন্য একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে জওহরলাল নেহরু সেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি হন।

লীলা রায়ও এই বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হন। সংসদীয় নথিতে উল্লেখ রয়েছে, সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মহিলা উপ-কমিটি-তে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল যথেষ্ট। সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে নারী মুক্তি কেবল সামাজিক সংস্কারের বিষয় ছিল না। জাতীয় পুনর্গঠনের সঙ্গেও তা জড়িত ছিল। লীলা রায়ের মতো একজন সংগঠককে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার অর্থ ছিল ভবিষ্যৎ ভারতের নির্মাণে নারীর অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দেওয়া।

১৯৩৯ কংগ্রেসের সংকট এবং নতুন পথ

১৯৩৯ সাল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এক অস্থির সময়। সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের একটি বড় অংশের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য তীব্র হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতি, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়সূচি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কীভাবে দেখা হবে;এই প্রশ্নগুলিতে সুভাষচন্দ্রের অবস্থান ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি সংগ্রামমুখী।

শেষ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৩৯ সালের ৩ মে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের ঘোষণা করেন। সেই সময় সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের মধ্যে থাকা বামপন্থী, প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে একত্র করা। লীলা রায় এই নতুন রাজনৈতিক পর্বেও নেতাজির পাশে দাঁড়ান।

সরকারি সংসদীয় নথিতে উল্লেখ রয়েছে, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পর লীলা রায় তার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংস্থার সদস্য হন। ১৯৪০ সালে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব নেন। নেতাজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তখন আর শুধু সহযোগিতার পর্যায়ে নেই; তিনি তাঁর রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হয়ে উঠেছেন।

সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক প্রচার

লীলা রায়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সাংবাদিকতা। ১৯৩১ সালে তিনি 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এটি নারী সম্পাদিত ও নারী লেখকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি পায়। নারী সমাজের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসারে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লকের সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন। এর ফলে তাঁর রাজনৈতিক কাজের পরিসর আরও বিস্তৃত হয়। কলম, সংগঠন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন; এই তিনটি ক্ষেত্রকে একসঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন লীলা রায়।

এই দিক থেকে তাঁর সঙ্গে নেতাজির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। সুভাষচন্দ্রও বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য শুধু বক্তৃতা যথেষ্ট নয়; দরকার সংগঠন, সংবাদমাধ্যম, প্রচার, শৃঙ্খলা এবং জনমত তৈরি।

নেতাজির প্রস্থান এবং লীলা রায়ের দায়িত্ব

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু গৃহবন্দিত্ব থেকে পালিয়ে দেশত্যাগ করেন। এরপর তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রবেশ করে।দেশের বাইরে থেকে স্বাধীনতার জন্য নতুন সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন তিনি। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে দেশের ভেতরে রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই সময়ে লীলা রায় ও তাঁর স্বামী অনিল রায়ের ওপর উত্তর ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে সংসদীয় নথিতে উল্লেখ রয়েছে। এটি লীলা রায়ের প্রতি নেতাজির আস্থার একটি বড় প্রমাণ।

সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ব্রিটিশ সরকার তখন নেতাজির অনুসারীদের ওপর কঠোর নজরদারি চালাচ্ছিল। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় লীলা রায় এবং তাঁর স্বামী আবার গ্রেফতার হন। তিনি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বন্দি ছিলেন বলে সরকারি নথিতে উল্লেখ রয়েছে।

নেতাজির স্বপ্ন ও লীলা রায়ের সংগ্রাম একই বৃহত্তর লক্ষ্য

সুভাষচন্দ্র বসু এবং লীলা রায়ের রাজনৈতিক সম্পর্ককে শুধু 'নেতা ও অনুসারী'র সম্পর্ক হিসেবে দেখলে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বাদ পড়ে যায়। দুজনেই স্বাধীনতাকে শুধু ব্রিটিশ শাসনের অবসান হিসেবে দেখেননি। সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় ছিল একটি শক্তিশালী, আধুনিক, পরিকল্পিত এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত। অন্যদিকে লীলা রায়ের কাজের কেন্দ্রে ছিল নারীশিক্ষা, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সামাজিক পুনর্গঠন এবং দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এই দুটি ভাবনার মধ্যে একটি মৌলিক সংযোগ ছিল;স্বাধীনতা অর্জনের পর কেমন হবে ভারত?

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে নারীরা যদি শিক্ষায়, রাজনীতিতে ও সামাজিক নেতৃত্বে পিছিয়ে থাকে, তাহলে সেই স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না;লীলা রায়ের কাজের মধ্য দিয়ে এই দর্শন স্পষ্ট। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত অর্থনীতি ও জাতীয় পুনর্গঠনের ভাবনাতেও স্বাধীনতাকে একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে দেখা হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লীলা রায়

১৯৪১ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়লে লীলা রায় শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলে

ঐক্য বোর্ড এবং ন্যাশনাল সার্ভিস ব্রিগেড গঠনে কাজ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে তাঁর ভূমিকা তখন নতুন মাত্রা পায়।

১৯৪৬ সালে কলকাতা ও নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লীলা রায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নোয়াখালিতে তিনি নারীদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। সরকারি ও ঐতিহাসিক নথিতে তাঁর এই ত্রাণকর্মের উল্লেখ রয়েছে। এখানেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের ধারাবাহিকতা দেখা যায়।স্বাধীনতা তাঁর কাছে শুধু পতাকা উত্তোলনের ঘটনা ছিল না। মানুষের জীবন, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করাও ছিল স্বাধীনতার অংশ।

সংবিধান সভায় লীলা রায়

১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। সেই গণপরিষদের সদস্যদের তালিকায় বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে লীলা রায়ের নামও ছিল। এটি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

যে নারী কয়েক দশক আগে নারীশিক্ষার জন্য সংগঠন তৈরি করেছিলেন, বিপ্লবী তরুণীদের সংগঠিত করেছিলেন। কারাবরণ এবং নেতাজির রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন;তিনি এবার স্বাধীন ভারতের সংবিধান নির্মাণের প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলেন। তবে দেশভাগের প্রশ্নে তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। তিনি ভারতভাগের প্রতিবাদে গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।এখানে আবার তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার একটি কেন্দ্রীয় দিক প্রকাশ পায়; জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে তাঁর আপসহীনতা।

স্বাধীনতার পরও থামেননি

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু লীলা রায়ের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল না।দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে বিপুল মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। উদ্বাস্তুদের দুর্দশা, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা, পুনর্বাসন এবং সামাজিক সহায়তার কাজে লীলা রায় সক্রিয় হন। তিনি নারী সংগঠন গড়ে তোলেন এবং উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়ান। তাঁর কাজের পরিধি তখন রাজনৈতিক দলের সীমানা ছাড়িয়ে সামাজিক পুনর্গঠনের দিকে চলে যায়।

স্বাধীনতার পরও তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বজায় থাকে এবং পরে রাজনৈতিক পুনর্গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ারপার্সনের দায়িত্বও পালন করেন এবং ১৯৬২ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯৭০ সালের ১১ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

নেতাজি ও লীলা রায় ইতিহাসের দুই ভিন্ন অথচ সংযুক্ত ধারা

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবন এবং লীলা রায়ের জীবনকে পাশাপাশি রাখলে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বৃহত্তর ছবি স্পষ্ট হয়।সুভাষচন্দ্র ছিলেন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আন্তর্জাতিক এবং সামরিক-রাজনৈতিক কৌশলনির্ভর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি দেশীয় প্রতিরোধের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকেও কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। লীলা রায়ের কাজ ছিল অনেক বেশি সামাজিক ও সংগঠনভিত্তিক।

তিনি নারী সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করেছেন। শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের পথ তৈরি করেছেন এবং পরে দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যার সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবুও তাঁদের পথ বারবার এক হয়েছে। প্রথমে ত্রাণকাজে পরে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে, কংগ্রেসের সময়ে,জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে, ফরওয়ার্ড ব্লকে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামে।

লীলা রায়কে কেন আরও বেশি করে মনে রাখা দরকার?

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে কয়েকজন বৃহৎ পুরুষ নেতার কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। ফলে অনেক নারী সংগ্রামীর অবদান সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে তুলনামূলকভাবে কম জায়গা পেয়েছে।লীলা রায় সেই বিস্মৃতির একটি বড় উদাহরণ। তিনি একই জীবনে ছিলেন;

শিক্ষাবিদ ও নারীশিক্ষার কর্মী;
নারী সংগঠক;
বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়ক;
স্বাধীনতা সংগ্রামী;
সাংবাদিক;
ফরওয়ার্ড ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক;
গণপরিষদের সদস্য;
দাঙ্গা ও ত্রাণকর্মী;
উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কর্মী;
এবং সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা।

তাঁর জীবন প্রমাণ করে যে স্বাধীনতার আন্দোলন শুধু মিছিল, জেল বা রাজনৈতিক বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারীকে সংগঠিত করা, সংবাদপত্র প্রকাশ, রাজনৈতিক শিক্ষা, ত্রাণকাজ এবং বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো; সবকিছুই ছিল সেই আন্দোলনের অংশ।

নেতাজির উত্তরাধিকারেও লীলা রায়ের উপস্থিতি

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা হলে সাধারণত আজাদ হিন্দ বাহিনী, রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং তাঁর আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়। কিন্তু নেতাজির সংগঠন নির্মাণের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। লীলা রায় সেই বৃহত্তর ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুখ।

নেতাজি তাঁকে কেবল একজন নারী কর্মী হিসেবে দেখেননি। সেখানে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক সক্ষমতার ওপর আস্থা রেখেছিলেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মহিলা উপ-কমিটিতে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরে ফরওয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে জায়গা দেওয়া তারই প্রমাণ। এখানে নেতাজির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও সামনে আসে;জাতীয় আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল সক্রিয়, নেতৃত্বদানের উপযোগী এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসের কাছে তাঁদের যৌথ বার্তা

আজকের ভারত যখন স্বাধীনতার ইতিহাসকে নতুন করে দেখছে, তখন সুভাষচন্দ্র বসু ও লীলা রায়ের রাজনৈতিক জীবন থেকে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রথমত, স্বাধীনতা ছিল একটি সমষ্টিগত সংগ্রাম। একজন নেতা একা ইতিহাস তৈরি করেন না; হাজার হাজার সংগঠক, কর্মী, নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতিহাস তৈরি হয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতার সম্পর্ক রয়েছে। লীলা রায়ের নারীশিক্ষা ও নারী সংগঠনের কাজ সেই সত্যকে সামনে আনে।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র কেমন হবে;এই প্রশ্নও স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ ছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর পরিকল্পিত অর্থনীতি ও আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা এবং লীলা রায়ের নারী ও প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়নের ভাবনা সেই বৃহত্তর বিতর্কের অংশ।

চতুর্থত, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান আজও প্রাসঙ্গিক। নোয়াখালি ও অন্যান্য দাঙ্গার সময় লীলা রায়ের ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ দেখিয়েছিল যে রাজনৈতিক মতাদর্শের শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের জীবন ও মর্যাদা রক্ষা।

সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল উচ্চারিত হবে। তাঁর সাহস, সংগঠনশক্তি, আন্তর্জাতিক কৌশল এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মনিবেদন তাঁকে ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা করে তুলেছে। কিন্তু নেতাজির রাজনৈতিক যাত্রার পাশে লীলা রায়ের মতো সহযোদ্ধাদের গল্পও সমানভা

হুগলিতে সর্ষে তেলের টিনে আরশোলা, মিলকে নোটিস খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কালীপুজো ও উৎসবের মরশুমের আগে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি বাড়িয়েছে প্রশাসন। শনিবার সকালে হুগলির চুঁচুড়া এবং মগরা এলাকার একাধিক তেল কলে আচমকা অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। যার মধ্যে দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি তেল মিলে সামনে এল এক ভয়ঙ্কর ও অস্বাস্থ্যকর ছবি।



দপ্তর সূত্রে খবর, ওই মিলের একাধিক তেলের টিন এবং ড্রামের ভেতরে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা। এখানেই শেষ নয়, মিলটির কোনো বৈধ ফুড লাইসেন্স বা খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত অনুমতিপত্রও ছিল না। এই গুরুতর অনিয়ম নজরে আসার পরই তৎক্ষণাৎ মিল কর্তৃপক্ষকে নোটিস ধরান আধিকারিকরা। মগরা ব্লকের খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক তনুশ্রী মিশ্র জানান, মিলটিতে বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও প্রাঙ্গণ খোলা রাখা হয়েছিল। সর্ষে তেল বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মকানুন না মানায় এবং লাইসেন্স না থাকায় পরীক্ষার জন্য তেলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি, দ্রুত লাইসেন্স সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মিলের মালিক রোশনলাল গুপ্তা নিজের ভুল স্বীকার করে জানান, তিনি প্রায় বারো বছর ধরে খুচরো ব্যবসা সামলাচ্ছেন। তবে সর্ষে তেল যে এভাবে খুচরো বিক্রি করা যায় না, তা তাঁর জানা ছিল না বলে দাবি করেন তিনি। খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁকে লাইসেন্স তৈরির জন্য আগামী ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। উৎসবের মরশুমে বাজারে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি রুখতে প্রশাসনের এমন কড়া পদক্ষেপে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে।

কেশপুর এখন অনেকটাই শান্ত: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: একসময় রাজনৈতিক অশান্তির কারণে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে কেশপুর। তৃণমূল কংগ্রেসের আমল হোক কিংবা তার আগের সিপিএমের শাসনকাল, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অশান্তিতে উত্তপ্ত হয়েছে এই এলাকা। তবে বর্তমানে কেশপুরের পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে বলে দাবি করলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রবিবার কেসপুরের মগরায় একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেশপুরের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজের মতামত



তুলে ধরে তিনি বলেন, 'কেশপুরে এখন আর আগের মতো উত্তপ্ত পরিবেশ নেই। অনেকটাই শান্ত হয়ে গিয়েছে। যারা তৃণমূলের কিংবা সিপিএমের আমলে এলাকাকে অশান্ত করে রাখত, তারা এখন অনেকটাই দমে গিয়েছে। অনেককেই আইনের আওতায় আনা হয়েছে।' প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, 'গ্রামবাংলায় যেসব সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তাদের বিকাশের দিকগুলি গুরুত্ব সহকারে দেখছে এই সরকার।

পাণ্ডুয়ায় রাজ্য তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপের আসর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শরীর ঠিক থাকলে সব কিছুই ঠিকঠাক চলে। এই বার্তা দিয়ে শনিবার থেকে হুগলির পাণ্ডুয়ায় শুরু হয়েছে ১১তম রাজ্য তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬।

বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোন্ড অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৩১০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন বলে জানান, সংস্থার রাজ্য সম্পাদক রূপকমল নন্দী। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পাণ্ডুয়ার বিধায়ক তুষার মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অসিত চ্যাটার্জি, কোরিয়ান গ্র্যান্ড মাস্টার শিওং কুক জিওং। এদিন সকাল থেকেই পান্ডুয়ার কল্যাণী সিনেমা হলের অডিটরিয়াম কচিকাঁচাদের চিৎকারে মুখরিত ছিল। রূপকমলবাবু বলেন, 'পুমসে, খারোগী ও স্পিড কিংকিং এই তিন বিভাগে হয় প্রতিযোগিতা।' রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের চ্যাম্পিয়নরা জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এদিনই সফলদের হতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতা চলবে রবিবার পর্যন্ত।

সমবায় সমিতিতে লক্ষাধিক টাকার আর্থিক দুর্নীতি কোতুলপুরে

গ্রেপ্তার সমিতির ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সমবায় সমিতিতে লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সমবায় সমিতির ম্যানেজার। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। দুর্নীতির অভিযোগে কোতুলপুর থানার পুলিশ রামডিহা, চোরকোলা ও আশ্বিনকোটা গ্রাম সেবা সমবায় সমিতির ম্যানেজার শুভেন্দু দত্তকে গ্রেফতার করে আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। তৃণমূল আমলে তৃণমূল নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে এভাবে যারা কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে তাঁদের জেল যাত্রা নিশ্চিত দাবি সমবায় দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের রামডিহা, চোরকোলা ও আশ্বিনকোটা গ্রাম সেবা সমবায় সমিতির ম্যানেজার শুভেন্দু দত্তর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগে সরব ওই সমিতির সদস্যরা। অভিযোগ, সমিতির লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাজারদরের তুলনায় অনেক বেশি দরে সমিতির নামে জমি কিনে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন ওই ম্যানেজার। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন লেনদেনের নামে সমিতির লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ, সমিতির নামে থাকা ৩টি ট্রাক্টর নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, রাসায়নিক সার বিক্রি বন্ধ রেখে স্থানীয় কৃষকদের সমস্যায় ফেলা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে সমিতির ম্যানেজার শুভেন্দু দত্তর বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, তৃণমূল আমলে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতে এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীনভাবে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন সমবায় সমিতির ওই ম্যানেজার। প্রতিবাদ করলেই ওই ম্যানেজার বিভিন্নভাবে হুমকি দিতেন বলেও অভিযোগ। তারপরেও সমিতির সদস্যরা বারেবারে ওই



ম্যানেজারের দুর্নীতির প্রতিবাদে আন্দোলন করেছিলেন। অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিভিন্ন স্তরে। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। রাজ্যে পালাবদলের পর সম্প্রতি ১১ অক্টোবর সমিতির এক সদস্য ফের ওই ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোতুলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন। আর এরপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্ত ম্যানেজার শুভেন্দু দত্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সমিতির স্থানীয় সদস্য থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়কের দাবি তৃণমূল নেতাদের মদতেই দিনের পর দিন এই দুর্নীতি করে গেছেন সমিতির ওই ম্যানেজার। অবিলম্বে তার কঠোর শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। রাজ্যের সমবায় দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিবাকর ঘরামীর দাবি, 'শুধু ওই সমবায় সমিতিতেই নয়, তৃণমূল আমলে শাসকদলের মদতে অনেক সমবায় সমিতিতেই এই ধরনের দুর্নীতি হয়েছে। প্রতিটি দুর্নীতির তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

নবদ্বীপের রাস উৎসবের জন্য ইউনেস্কোর স্বীকৃতি আদায়ে পদক্ষেপ



নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবার। নবদ্বীপের রাস উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় রাস কমিটির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার। বিশ্ব প্রসিদ্ধ নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস পূর্ণিমা উৎসবে কোনরকম বিশৃঙ্খলাকে মান্যতা দেওয়া হবে না। সুষ্ঠু, শান্তি-শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় মর্যাদার সাথে সম্পন্ন করতে নবদ্বীপ প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এখানে সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী, নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক বিজেপির সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী ছাড়াও নবদ্বীপ রাস উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জীবন সেন, শংকর দেবনাথ এবং সমীর রায়। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবার চৈতন্য বিজড়িত নবদ্বীপের রাস উৎসবে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে প্রতিমার শোভাযাত্রা এবং নবমী প্রথা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে নজর থাকবে প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় রাস কমিটির। রাত ১১টার পর কোনোভাবেই মাইক কিংবা তাসা ব্যঞ্জন ব্যবহারের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এবার থেকে নবদ্বীপের রাসের ঐতিহ্যবাহী নবমীর শোভাযাত্রায় ছাড়পত্র মিলছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এবছর ঐতিহ্যপূর্ণ নবমীর শোভাযাত্রার পুনরায় অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের সাথে সাথে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও নজরদারির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পূজা কমিটিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে। শোভাযাত্রা সুশৃঙ্খল রাখতে এই স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করবেন। ডিজে ও তাসা পার্টির প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কঠোর প্রশাসন। উৎসব চত্বর ও শোভাযাত্রায় যেকোনও প্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও কড়া নজরদারি বজায় থাকবে। উৎসবের দিনগুলিতে বাইরে থেকে আসা তীর্থযাত্রী কোনওরকম অসুবিধা না পড়ে তার জন্য নিরাপত্তা অস্থায়ী নিবাস এবং অস্থায়ী শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোনও দুষ্কৃতী বা অসামাজিক উপাদান যেন কোনও প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে, সে বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসন চরম সতর্ক থাকবে। এ বছর দুই 'দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা বা 'আরোং' অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। রাসের শোভাযাত্রা বা নবমীতে কোন পূজা কর্তৃপক্ষ আইনকে মান্যতা না দিলে তিন বছরের জন্য তাদের পূজা কমিটির অনুমতি খারিজ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের রাসে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে যাতে নবদ্বীপের রাস উৎসবকে পরিচিতি লাভ করানো যায় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় রাশ উৎসব এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

হুগলির মগরায় চার দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার, উদ্ধার ৪ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির বড়সড় পরিকল্পনা ভেস্তে দিল পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে হুগলির মগরা থানার ত্রিবেণী ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে পাকড়াও করল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দু'টি দেশি পাইপগান বা আগ্নেয়াস্ত্র, ১০ রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং নগদ চার লক্ষ টাকা। রবিবার মগরা থানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সুপার কুঁয়ারভূষণ সিং এই সফল অভিযানের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত চার দুষ্কৃতীর নাম কেনারাম বিশ্বাস, অরিন্দম দাস, স্বরাজ ভট্টাচার্য এবং অভিজিৎ ঘটক। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পলাতক অভিযুক্ত মুন্না তিওয়ারির বাড়িতে একত্রিত হয়েই তোলাবাজির ছক কষছিল এই গ্যাংটি। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় তারা। পুলিশ সুপার আরও জানান, স্বরাজ ভট্টাচার্য ও ভাস্কর সেন এই চক্রের মূল চালিকাশক্তি। অস্ত্রের মুখে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করাই ছিল তাদের মূল পেশা। ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া মোবাইল ফোনগুলি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি, এই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র কোথা থেকে এল, তা জানতে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে ভাস্কর সেন, মুন্না তিওয়ারি ও সোমু নামের আরও তিন দুষ্কৃতী। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। রবিবারই ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

দামোদরে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: দামোদর নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক যুবক।অন্যদিকে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায় তাঁর চার বন্ধু। নিখোঁজ যুবকের নাম রিপম দাস (১৮)। তাঁর বাড়ি বোলপুরে। জানা গিয়েছে,রবিবার দুপুরে পাঁচ বন্ধু সজল দাস, কার্তিক সেন, নিতাই দাস, গৌরব রক্ষিত ও রিপম দাস দামোদর নদে স্নান করতে নামে। তাঁদের মধ্যে দু'জন পাড়ে থাকলেও বাকি তিনজন জলে নামে। গৌরব জানিয়েছে, তারা কোমর সমান জলে নেমেছিল। একটু এগোতেই আচমকা গভীর জলে তলিয়ে যেতে থাকে তিন'জনই। সেই সময় নিতাই কোনও রকমে গৌরবকে আগলে নিয়ে পাড়ে ফিরে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে জলের তোড়ে স্রোতে ভেসে তলিয়ে যান রিপম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গলসি থানার পুলিশ। পুলিশ এলাকা ঘিরে রাখে। স্থানীয় বাসিন্দারা জাল নিয়ে নদীতে তল্লাশি শুরু করেন। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজ যুবকের কোনও সন্ধান মেলেনি। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ দামোদর নদের তীরবর্তী গেলাম গুলিকে খবর দেয় নজর রাখার জন্য। পাশাপশি পুলিশ ও পরিস্থিতির উপর নজর রাখে।

ফর্ম জি
আগ্রহের অভিব্যক্তির আমন্ত্রণের জন্য
ভুবনেশ্বরী সিফুড প্রাইভেট লিমিটেড
উড়িষ্যার বালেশ্বরে সিফুড উৎপাদনে কাজ করছে
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ-এর উপ-রেগুলেশন (১)-এর অধীনে)

ক্র.নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	প্যান এবং সিআইএন/এলএলপি নম্বর সহ কর্পোরেট ডেবটরের নাম	**ভুবনেশ্বরী সিফুড প্রাইভেট লিমিটেড** প্যান: AAGCB3083M সিআইএন: U05004WB2015PTC206490
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	ইউনিট নং ৪০৩, ৪র্থ ফ্লোর, সিদ্ধার্থ সিটি সেন্টার, ১২২ লেনিন সরণি, ধর্মতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৩
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যে স্থানে বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিবরণ	প্লট নং ১১৭৭, মৌজা-বিরুয়ান, বালেশ্বর, ওড়িশা- ৭৫৬০৬০
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির ইনস্টল করা ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	সর্বশেষ উপলব্ধ অডিটেড আর্থিক বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরে টার্নওভার ছিল ৯১.৯৮ কোটি টাকা
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (সময়সূচী সহ), পাওনাদারদের তালিকা সহ আরও বিবরণ নিম্নলিখিত ইউআরএল-এ উপলব্ধ	১) ৩১শে মার্চ ২০২২ এবং ৩১শে মার্চ ২০২৩ সমাপ্ত দুই আর্থিক বছরের আর্থিক বিবৃতি **https://bit.ly/4hyp3Ha-এ উপলব্ধ** ২) পাওনাদারদের তালিকা এখানে উপলব্ধ: **https://ibbi.gov.in/claims/claim-process/U05004WB2015PTC206490**
৯.	কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারার অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা নিম্নলিখিত ইউআরএল-এ উপলব্ধ	https://bit.ly/4hyp3Ha-এ উপলব্ধ আগ্রহের অভিব্যক্তির আমন্ত্রণটি দেখুন
১০.	আগ্রহের অভিব্যক্তি প্রাপ্তির শেষ তারিখ	১৭ই নভেম্বর, ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৭শে নভেম্বর, ২০২৬"
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭ই ডিসেম্বর, ২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	১২ই ডিসেম্বর, ২০২৬
১৪.	তথ্য স্মারক, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ প্রকাশের তারিখ	১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৬ই জানুয়ারি, ২০২৭
১৬.	আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া ইমেইল আইডি	**ibc.bhubaneshwari@gmail.com**

তৃপ্তি আগরওয়াল
IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-202414316/
১৭৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, ৯সি একতা রেসিডেন্সি
কলকাতা ৭০০০৫৪ (বেঙ্গল কেমিক্যালসের কাছে)
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
তারিখ: ২রা নভেম্বর, ২০২৬
স্থান: কলকাতা
ভুবনেশ্বরী সিফুড প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য (সিআইআরপি-এর অধীনে)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে)
CIN : U15432WB1933PTC007599
নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা মার্কেন্টাইল বিল্ডিং,
৯/১২ লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ভারত

২০.০২.২০২৫ তারিখে মাননীয় এনসিএলটি-র আদেশের মাধ্যমে আই.এ. (আইবি) নং **522/KB/2024** এবং কোম্পানি পিটিশন (আইবি) নং **157/KB/2021**-এর অধীনে লিকুইডেশনের অধীনে থাকা কোম্পানি ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ : সাসামুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে)-এর দুটি পৃথক লট (ব্লক এ মোলাসেস; ব্লক বি অবশিষ্ট সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদ) বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা ২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সিওসি মিটিং (লিকুইডেশনের সময় ২১তম মিটিং)-এ পাস হওয়া রেজোলিউশন অনুযায়ী। এই নিলামে জমি এবং ভবন অন্তর্ভুক্ত নয়।
মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ দ্বারা ২০.০২.২০২৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আই.এ. (আইবি) নং **522/KB/2024** এবং কোম্পানি পিটিশন (আইবি) নং **157/KB/2021**-এ নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী মণীশ জৈন দ্বারা কর্পোরেট ডেবটরের সম্পদ "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে", "যা কিছু আছে ভিত্তিতে" এবং "বিনা আশ্রয়ের ভিত্তিতে" বিক্রি করা হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com**-এর মাধ্যমে বিক্রয়টি সম্পন্ন করবেন।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	০২/১১/২০২৬
২	ই-নিলামের অধীনে সম্পদ পরিদর্শন বা ডিউ-ডিলিজেন্স-এর সময়কাল	ব্লক এ- ৩০ নভেম্বর ২০২৬ দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত ব্লক বি- ০১ ডিসেম্বর ২০২৬ দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত
৩	সম্ভাব্য বিডাররা বাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেবেন।	ব্লক এ- ৩০ নভেম্বর ২০২৬ সন্ধ্যা ৭.০০ টা পর্যন্ত ব্লক বি- ০১ ডিসেম্বর ২০২৬ সন্ধ্যা ৭.০০ টা পর্যন্ত
৪	নিলামের তারিখ এবং সময়	বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা https://ibbi.baanknet.com ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে
৫	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেইল	ব্লক এ তারিখ ০৪/১২/২০২৬, সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ০১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রত্যেকটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন) ব্লক বি তারিখ ০৫/১২/২০২৬, সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ০১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রত্যেকটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন) এস্টেট ৭৭ বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ৩এ এবং ৩বি, ৩য় ফ্লোর, ৭৭ চেতলা রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৭। ইমেল : ibc@sasamusasugar.com, ipcamanishjain@gmail.com

ব্লক-এ

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির মূল্য
ব্লক এ- ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস, সাসামুসা, গোপালগঞ্জ, বিহার-এ স্টোরেজ ট্যাঙ্কে পড়ে থাকা মোলাসেস। ঐতিহাসিক আনুমানিক পরিমাণ ২৩,৩৮০ কুইন্টাল। নিবন্ধিত ভ্যালুয়ারদের দ্বারা কোনো পৃথক আর্থিক মূল্যায়ন নির্ধারণ করা হয়নি। প্রকৃত উপলব্ধ পরিমাণ এবং গুণমান বাস্তবিক যাচাইকরণ এবং বিডার পরিদর্শনের সাপেক্ষে, পরিমাণটি নির্দেশক, গ্যারান্টিযুক্ত নয়। বিক্রয়ের মধ্যে স্টোরেজ ট্যাঙ্ক এবং আলাদাভাবে বিক্রি হওয়া অন্যান্য প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত নয়।	০৪/১২/২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ০১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রত্যেকটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন)	৬১.২৩৬ লক্ষ আইএনআর	৬.১২ লক্ষ আই এন আর	৫.০০ লক্ষ আইএনআর

ব্লক-বি

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির মূল্য
ব্লক বি- কর্পোরেট ডেবটরের অবশিষ্ট সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদ (এসএফএ), কঠোরভাবে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে সংযুক্ত সম্পদ-ভিত্তিক সময়সূচীতে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এটি অস্তিত্ব, মালিকানা, পুনরুদ্ধারযোগ্যতা এবং আইনসম্মত হস্তান্তরযোগ্যতার সাপেক্ষে। এর মধ্যে নগদ এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, মোলাসেস, ইতিমধ্যেই বিক্রি হওয়া চিনির স্টক, জমি এবং ভবন, ইতিমধ্যেই বিক্রি হওয়া প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি এবং ইতিমধ্যেই আদায় করা অন্যান্য সমস্ত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত নয়। সময়সূচীতে বিশেষভাবে চিহ্নিত নয় এমন সম্পদের কোনো বিক্রয় বোঝানো হয়নি।	০৫/১২/২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ০১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রত্যেকটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন)	৩৬.৪৫ লক্ষ আইএনআর	৩.৬৪ ৫ লক্ষ আই এন আর	৫.০০ লক্ষ আইএনআর

নিয়ম এবং শর্তাবলী :
১. **সিওসি-র অনুমোদন :** ২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সিওসি মিটিং-এ ১০০ শতাংশ ভোটিং শেয়ারের অধিকারী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা ব্লক এ (মোলাসেস) এবং ব্লক বি (অবশিষ্ট সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদ)-এর জন্য নতুন ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। বিটিএল গ্রুপের আবেদনের বিচার সাপেক্ষে প্রযোজ্য আইন এবং বিচারিক নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করে একটি নতুন জমি-ও-ভবন নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ স্থগিত করা হয়েছিল।
২. **বাধ্যতামূলক নয় এমন আমন্ত্রণ :** এই আমন্ত্রণটি শুধুমাত্র একটি প্রস্তাব দেওয়ার জন্য একটি আমন্ত্রণ এবং এটি নিজ থেকে লিকুইডেটর বা কর্পোরেট ডেবটরের উপর কোনো বিক্রয় সম্পন্ন করার কোনো বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর যে কোনো পর্যায়ে, বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল, পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করার এবং/অথবা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই কোনো আগ্রহী পক্ষ বা সম্ভাব্য বিডারকে প্রত্যাখ্যান বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৩. **প্রকাশনা ক্লজ :** আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ১২(৩) মেনে এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং মর্নিং ইন্ডিয়া (ইংরেজি সংস্করণ), সম্মার্গ (হিন্দি সংস্করণ) এবং একদিন (বাংলা সংস্করণ)-এ প্রকাশিত হচ্ছে এবং আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট www.ibbi.gov.in, কর্পোরেট ডেবটরের ওয়েবসাইট **www.sasamusasugar.com** এবং ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com**-এ হোস্ট করা হচ্ছে।
৪. **সক্ষমকরণ বিধান :** এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি ইনসলভেন

এভারেস্ট অভিযানে আগুনের গ্রাসে সর্বস্ব! বিপাকে বসিরহাটের ১৯ জন পর্বতারোহী

কেন্দ্রের কাছে উদ্ধারের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়লেন বসিরহাটের ১৯ জন পর্বতারোহী। হোটেলে গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে বিধ্বংসী আগুন। কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তাঁদের টাকা-পয়সা-সহ যাবতীয় জিনিসপত্র। বরফে ঘেরা দুর্গমপাহাড়ে কার্যত নিঃস্ব অবস্থায় আটকে পড়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের কাছে দ্রুত উদ্ধারের আবেদন জানিয়েছেন বিপন্ন পর্বতারোহীরা।



গত ২১ অক্টোবর বসিরহাটের ট্রাভেলার্স গিল্ড সংস্থার উদ্যোগে ২৯ জনের একটি পর্বতারোহী দল এভারেস্ট ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গত ৩০ অক্টোবর দলের ১৯ জন ডিংবোচে এলাকায় একটি হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে হোটেলে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় প্রাণ বাঁচাতে কোনওক্রমে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। কিন্তু রক্ষা পায়নি তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। নগদ টাকা, গরম পোশাক, জুতো-সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বর্তমানে পাশের একটি হোটেলে আশ্রয় নিলেও তাঁদের সামনে বড়সড় সংকট। চারদিকে বরফে ঢাকা দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। অথচ পর্যাপ্ত গরম পোশাক নেই, নেই বরফের মধ্যে চলাচলের উপযুক্ত জুতো কিংবা ফিরে আসার মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অর্থ। এই অবস্থায় সেখানে আরও বেশি দিন থাকা কার্যত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পর্বতারোহীদের আবেদন, ভারত সরকার দ্রুত নেপাল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে তাঁদের নিরাপদে নিচু ও জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক। সেখানে পৌঁছে প্রয়োজনীয় পোশাক, জুতো ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে চান তাঁরা। প্রাণে বেঁচে ফিরলেও এখন তাঁদের সামনে প্রতিটি মুহূর্তই লড়াই। বরফের রাজ্যে আগুন কেড়ে নিয়েছে তাঁদের সর্বস্ব। এই পরিস্থিতিতে আর আশ্বাস নয়, দ্রুত সরকারি হস্তক্ষেপ ও নিরাপদ উদ্ধারের অপেক্ষায় বসিরহাটের বিপন্ন পর্বতারোহীরা।

জেলার গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতার নির্বাচনী ময়দানে পুরশুড়ার বিধায়ক



নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমা ও হুগলি জেলার রাজনৈতিক ময়দানে সাংগঠনিক সাফল্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার কলকাতার বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় বিজেপির পৌর নির্বাচনী প্রস্তুতিতে বিশেষ দায়িত্ব পেলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। আসন্ন পৌরনিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলের মতে, জেলার গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতার নির্বাচনী প্রস্তুতিতে বিমান ঘোষের এই দায়িত্বপ্রাপ্তি বিজেপির সাংগঠনিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

বেহালা পশ্চিম বিধানসভার ১ নম্বর মণ্ডলের ১০৯ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে আসন্ন পৌরনিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী আয়োজিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। নির্বাচনী প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক নিয়ে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। বৈঠকে মূলত সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, বুথ স্তরে দলের ভিত মজবুত করা, কর্মীদের সক্রিয়তা বাড়ানো এবং আসন্ন নির্বাচনে কার্যকর রণকৌশল গ্রহণের বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। নির্বাচনের আগে প্রতিটি ওয়ার্ডে সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছনো যায়, সেই বিষয়েও আলোচনা হয় বলে জানা যায়। আরামবাগ মহকুমা ও হুগলি জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সাংগঠনিক ভূমিকার অভিজ্ঞতা রয়েছে বিমান ঘোষের। এবার সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বেহালা পশ্চিমের নির্বাচনী প্রস্তুতিতে তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। দলের লক্ষ্য, স্থানীয় স্তরে কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও গতিশীল করে তোলা। এই বিষয়ে বিমান ঘোষ বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং রণকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে মানুষের কাছে পৌঁছনোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সংগঠনই শক্তি, সংগঠনই জয়ের ভিত্তি।' বিজেপি নেতৃত্বের নির্দেশে এই প্রস্তুতি বৈঠককে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে বলে দাবি দলীয় সূত্রের। আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলিতে সাংগঠনিক কর্মসূচি, জনসংযোগ এবং নির্বাচনী প্রস্তুতির কাজ আরও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে। সবমিলিয়ে আরামবাগের রাজনৈতিক পরিসর থেকে বেহালা পশ্চিমের নির্বাচনী ময়দান, বিমান ঘোষের এই নতুন দায়িত্ব বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তারের কৌশলে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দুর্গাপুরের বিভিন্ন ঘাটে প্রশাসনিক পরিদর্শন

ছটপুজোর নিরাপত্তায় নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ছটপুজোকে কেন্দ্র করে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নে পুজো পালনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আগাম তৎপর প্রশাসন। প্রস্তুতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে দুর্গাপুরের বিভিন্ন ছটঘাট পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক এস পুন্নাবালাম, আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার ডক্টর প্রণব কুমার, মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।



পরিদর্শনকালে কুমারমঙ্গলম পার্কের ছটঘাট সংলগ্ন পুকুরের চারপাশ ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা। ছটপুজোর দিনগুলিতে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগমের কথা মাথায় রেখে ঘাটের নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলাশাসক জানান, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুকুরের চারপাশ ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জলে নজরদারির জন্য বোটের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত শৌচাগার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও পুকুরে জলের পরিমাণ বেশি থাকায় জলস্তর কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘাটে প্রবেশ ও বেরোনোর জন্য গেটের সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক।

ধর্ষণের অভিযোগে ফের উত্তাল উত্তর ২৪ পরগনা!

মিনাখাঁয় গ্রেপ্তার দুই, পলাতক আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: ধর্ষণের অভিযোগে ফের শিরোনামে উত্তর ২৪ পরগনা। এবার মিনাখাঁয় এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল দুই যুবক। ঘটনায় আরও এক যুবকের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকার ওই যুবতীর সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল মিনাখাঁর দুই যুবকের। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাঁকে মিনাখাঁ থানা এলাকার একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যুবতী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা এবং আদালতের মাধ্যমে গোপন জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে।



কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, একের পর এক ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের অভিযোগের পরেও কোথায় প্রশাসনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা? মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাদের, সেই পুলিশ-প্রশাসনের নজরদারি কতটা কার্যকর, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। শুধু অভিযোগের পর গ্রেপ্তার আর তদন্তেই কি শেষ প্রশাসনের দায়িত্ব? অপরাধের আগেই কেন আটকানো যাচ্ছে না এই ধরনের ঘটনা? ধর্ষণের অভিযোগে বারবার উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তের নাম উঠে আসায় জেলার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। অপরাধের বিচার ও দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারী নিরাপত্তায় সরকার ও প্রশাসনকে এবার দৃশ্যমান পদক্ষেপ করতে হবে। শুধু আশ্বাস নয়, চাই জবাবদিহি।

পাওনা টাকা নিয়ে বিবাদ, দম্পতির বাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দশ হাজার টাকা ধার নিয়ে দিতে হয়েছে ৩০ হাজার টাকা সুদ। তারপরেও আরও বাড়তি টাকা আদায়ের চাপ দিয়েই হামলা চালানো হলো এক দম্পতির ওপর। ভাঙচুর করা হয় ওই দম্পতির ঘরবাড়ি। আর এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে এলাকারই ওয়ার্ড কমিটির প্রাক্তন এক তৃণমূল নেতা এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ বালুচর মিশন ঘাট এলাকায়। রাতেই আক্রান্ত ওই দম্পতি স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজু কুণ্ডু ও তার দলবলের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন এলাকার ওই তৃণমূল নেতা রাজু কুণ্ডু। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত দম্পতির নাম প্রকাশ হালদার (৩০) এবং পুজা মণ্ডল হালদার (২৫)। প্রায় দেড় বছর আগে পেশায় হকার প্রকাশ রাজু কুণ্ডুর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। সেই টাকা সুদের লেনদেনকে ঘিরেই এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটে। শনিবার রাতে রাজুর দলবল মোবাইলে হুমকি দিয়েই তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। গভীর রাতে বাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি তাদেরকে লাঠিসোটা দিয়ে মারধর করে। এরপরই তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট



পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কমিটির প্রাক্তন তৃণমূল নেতা রাজু কুণ্ডুর পাল্টা দাবি, 'একসময় তিনি তৃণমূল করতেন ঠিকই। কিন্তু বর্তমানে কোনও রাজনীতি দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। বিপদের সময় ওই পরিবারটিকে কিছু টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছিলাম। কিন্তু কখনই সুদ বা টাকার জন্য চাপ দেওয়া হয় নি। এখন ওরা কৌশল করে এভাবেই আমার নামে মিথ্যা অপপ্রচার করে ধারের টাকা হাতিয়ে নিতে চাইছে।' ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

হাসপাতালে 'বিষ্ণুপুর জেলা' লেখা বাড়াচ্ছে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল' এই লেখা দেখিয়ে এক শিশু চিৎকার করে বলতে থাকে বাবা, দেখ বিষ্ণুপুর জেলা, অথচ পরীক্ষার খাতায় আমার লেখাটা কেটে দিয়েছে। আমি তো এটা দেখেই লিখে ছিলাম যে বিষ্ণুপুর জেলা। সরকার তো আর ভুল লিখতে পারে না, আর মাস্টার মশাইও মানতে চায় না। একদিন ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে দেখাব।' রসিকগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র অর্ণব ঘোষ স্কুল বাস থেকে নেমে বাবা মানস ঘোষকে একথাগুলি বলতে শোনা যায়। অর্ণবের সহপাঠীদের বক্তব্য, 'এটা সরকারই ভুল করেছে। বিষ্ণুপুর এখনও জেলা নয়। বিষ্ণুপুর মহকুমা।' এক মাকে বলতে শোনা যায় যে, 'জেলা হবে তাই আগে থেকেই এরকম লেখা হয়েছে।' এই বিভ্রান্তি শুধু বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালকে নিয়ে নয়। 'ডিস্ট্রিক্ট ড্রাগ কন্ট্রোল সেল' নিয়েও বিভ্রান্তি চরমে। এই নাম শুনে অনেকেই জেলার বিভিন্ন ব্লকের কাজ নিয়ে সেখানে আসেন কিন্তু পরে জানতে পারেন সেলটির কাজের পরিধি শুধু মাত্র বিষ্ণুপুর মহকুমার ব্লকগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনামিকা পুরকায়স্থ নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধার বক্তব্য, 'এটা মানুষকে হয়রানি ছাড়া আর কিছু। নামকে নিছক একটা নাম মনে করা ঠিক নয়। হয় বিষ্ণুপুরকে জেলা ঘোষণা করা হোক, নয় এসব নাম পাল্টানো দরকার।' সাধারণ মানুষের এই যুক্তি মানতে রাজি নয় বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) ডা. শিবাশিস দাস। তার মতে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে 'বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল' বলাটা কোনও ভুল নয়। যদিও তিনি নিজের পদ লেখার সময় 'বিষ্ণুপুর জেলা' নয় 'স্বাস্থ্য জেলা বিষ্ণুপুর' উল্লেখ করেন। যদিও সাধারণ মানুষের মানুষ 'বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল' লেখাটা বিভ্রান্তিকর, ভাঁওতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত



বলে মনে করেন। শাঁখারি বাজারের মনোজ চ্যাটার্জি ও মনসাতলার উত্তম চন্দ বলেন যে, 'বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল লেখা গেট দিয়ে ঢুকলে চোখে পড়বে' বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল লেখা। এই হাসপাতালের একই অঙ্গে বহু রূপ। মালবিকা মাকুড়, প্রশান্ত বৈরাগীর দাবি, নির্বাচন কে লক্ষ্য রেখে বিষ্ণুপুর জেলা হবে বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছিল তাকে বিশ্বাসযোগ্য করতেই এসব ফন্দি করা হয়েছিল।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত ২ অগস্ট ২০২২ নবান্নে তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নতুন ৭টি জেলা গঠনের কথা বলতে গিয়ে বিষ্ণুপুরের নাম ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, যে বিষ্ণুপুর মহকুমা নিয়েই বিষ্ণুপুর জেলা গঠন করা হবে। এই ঘোষণায় আনন্দে ফেটে পড়েছিল বিষ্ণুপুর। তৎকালীন শাসক দল এনিয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তবে এনিয়ে রাজ্য থেকে কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি। তাছাড়া মহকুমা সদরকে জেলা সদরে রূপান্তরিত করতে গেলে যে জেলা আদালত, জেলা শিক্ষা দপ্তর, জেলা হাসপাতাল, পুলিশ লাইন, কর্মী আবাসন থেকে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর তৈরি করা দরকার। এসব না দেখে মহকুমাবাসীদের আনন্দ ফিকে হতে থাকে।

মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে গীতাপাঠে সামিল ১১ হাজার ভক্ত

৫০০ মহিলার কলসযাত্রা



নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: মাহেশের ৬৩০ বছরের প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরে রবিবার সমবেত গীতাপাঠে অংশ নিলেন প্রায় ১১ হাজার ভক্ত। শ্রীরামপুরের মহিলা ক্ষমতায়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত '১১ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠ' অনুষ্ঠানের সূচনা হয় লক্ষ্মীঘাট থেকে কলসযাত্রার মাধ্যমে। গঙ্গাপুজো সেরে প্রায় ৫০০ মহিলা মাথায় কলস নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এই ধর্মীয় আয়োজনে সামিল হন প্রায় ২ হাজার সাধু-সন্তও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পদ্মশ্রী প্রদীপ্ত নন্দ মহারাজ (কার্তিক মহারাজ), পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের স্বামী ভবানী দাস দৈত্যপতি মহারাজ এবং মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের সভাপতি সোমেন অধিকারী। প্রথমে সমবেত হনুমান চালিশা পাঠের পর শুরু হয় গীতাপাঠ। মহিলা ক্ষমতায়ন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন নমিতা নায়েক বলেন, 'ভক্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নারী ক্ষমতায়নকে একই মঞ্চে নিয়ে আসাই আমাদের লক্ষ্য। পাশাপাশি মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চাই।' ফাউন্ডেশনের 'নারী উদ্যোগ' প্রকল্পের মাধ্যমে খাদি, কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে ইতিমধ্যেই প্রায় ৬ হাজার মহিলাকে জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।

প্রয়াত মেদিনীপুরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সাহিত্য জগতে অন্যতম লোকসাহিত্য গবেষক হিসেবে পরিচিত উমাশঙ্কর নিয়োগী শনিবার রাতে তার দাসপুরের বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন। বার্ধক্যজনিত কারণে কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। পেশায় তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দনপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে সাহিত্য সেবায় নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। সাহিত্য গবেষণার পাশাপাশি একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন তিনি। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মন্দির, মূর্তি ও হারানো সভ্যতা সংস্কৃতি বিষয়ক তার লেখা সেরা গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে দাসপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সকলের প্রিয় এই সাহিত্য গবেষকের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

হুগলিতেই গড়ে উঠছে ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: খাবারের গুণমান পরীক্ষার জন্য আর কলকাতার উপর নির্ভর করতে হবে না। কলকাতার ল্যাবরেটরির কাজের চাপ কমাতে এ বার হুগলি জেলাতেই নিজস্ব খাদ্য পরীক্ষার (ফুড টেস্টিং) ল্যাব তৈরির তোড়জোড় শুরু করল প্রশাসন। সম্প্রতি রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সঙ্গে জেলা প্রশাসনের ভিডিয়ো কনফারেন্সে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই ল্যাব তৈরির জন্য প্রায় ৪ হাজার বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন। যার জন্য সম্ভাব্য স্থান হিসেবে জেলা সদর চুঁচুড়াকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ মান্না জানিয়েছেন, সঠিক জায়গা চিহ্নিত করে প্রস্তাব পাঠানোর পর প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন এবং পূর্ত দপ্তরের ছাড়পত্র মিললেই চূড়ান্ত কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গত, এতদিন হুগলির বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ থেকে খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠাতে হতো। এর জেরে পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেতে অনেকটাই দেরি হতো। স্থানীয় স্তরে নিজস্ব পরীক্ষাগার গড়ে উঠলে সেই দীর্ঘসূত্রিতা কাটবে এবং নমুনা পরীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সামনেই কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো। উৎসবের এই মরশুমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে হোটেল ও খাবারের দোকানগুলিতে নজরদারি এবং নমুনা সংগ্রহের কাজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। হুগলিতে নতুন ল্যাব চালু হলে জেলার মানুষের সুরক্ষায় ভেজাল বিরোধী অভিযানে আরও বড় গতি আসবে বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি পরিদর্শনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি। জলের তলায় চলে গিয়েছে বহু ধান ও সবজির জমি। আসন্ন আলু চাষের মরশুমের আগে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় চিন্তিত এলাকার কৃষকরা। কৃষকদের এই দুর্দশার খবর পেয়েই শনিবার হাঁটুসমান জলে নেমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিজমি পরিদর্শনে যান সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুন্তল কোনার। কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে সোনামুখী ব্লকের রাধামোহন পুর পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি এলাকার কৃষিজমি সরেজমিনে ঘুরে দেখেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। কুন্তল কোনার জানান, কৃষকদের এই সমস্যার কথা ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা যাতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পান, সেই বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, এলাকার জলমগ্ন পরিস্থিতি নিয়ে বিগত সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী সরকার এই এলাকায় যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। যার ফলে প্রতিবছর সামান্য বৃষ্টি বা জল বাড়লেই কৃষিজমি জলের তলায়



চলে যায় এবং চরম সমস্যায় পড়তে হয় কৃষকদের। তিনি আরও জানান, রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক দিবাকর ঘরামী এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে এলাকায় স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। যাতে ভবিষ্যতে বৃষ্টি বা সামান্য জল জমার কারণে কৃষকদের ফসলের ক্ষতির মুখে পড়তে না হয়।

এখন দেখার, প্রশাসনের উদ্যোগে কবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা কত দ্রুত ক্ষতিপূরণ পান।

অন্ডাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিকদের ডেপুটেশন, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অভিযোগকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। স্থানীয় অন্ডাল গ্রামের প্রায় ৪০ থেকে ৪২ জন যুবককে গত চার মাস ধরে কাজ থেকে বসিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট যুবকদের পুনরায় কাজে ফেরানোর দাবিতে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লেন কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি-এর সদস্য ও সমর্থকরা। অভিযোগ, অন্ডাল গ্রামের ওই যুবকরা দীর্ঘদিন ধরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু প্রায় চার মাস আগে তাঁদের হঠাৎ করেই কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। কেন তাঁদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং পুনরায় কবে কাজে ফেরানো হবে, তা জানতে ও শ্রমিকদের সমস্যার সমাধানের দাবিতে এদিন ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করে আইএনটিইউসি। তবে ডেপুটেশন কর্মসূচিকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে উপস্থিত বিএমএস-এর কর্মী ও সমর্থকরা কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের বাধা দেন। এর জেরে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর কংগ্রেস সমর্থকরা এলাকা ছেড়ে চলে যান।

গাছের ছাল কেটে 'শিল্পভাবনা'!

বর্ধমানের গোলাপবাগে বিপন্ন পরিবেশ, ক্ষুব্ধ পরিবেশকর্মীরা

সুজিত ভট্টাচার্য

পূর্ব বর্ধমান: জীবন্ত গাছের গায়ে ক্যানভাস বানিয়ে কলারসিকতার নজির! কিন্তু এই তথাকথিত 'শিল্পভাবনা'র আড়ালে কি লুকিয়ে রয়েছে চরম অচেতনতা? বর্ধমান শহরের অন্যতম প্রধান 'ফুসফুস' ও বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ভান্ডার হিসেবে পরিচিত গোলাপবাগ চত্বরে সাম্প্রতিক এক ঘটনায় এই প্রশ্নই এখন জোরালো হয়ে উঠেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং রমণাবাগান অভয়ারণ্য ঘেরা এই সবুজ অঞ্চলে একের পর এক প্রবীণ গাছের ওপর চলে থাকা এই তাণ্ডবে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। ঘটনার সূত্রপাত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটের সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার পাশে থাকা একাধিক বিশালাকার ও প্রাচীন গাছের গুঁড়ির ছাল কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছে নানাবিধ অঙ্কন। বাহ্যিকভাবে একে চিত্রকলা বা নান্দনিক প্রচেষ্টা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও, পরিবেশবিদদের মতে এটি আসলে গাছের স্বাস্থ্যের ওপর এক কুৎসিত ও মারাত্মক আঘাত। উদ্ভিদবিজ্ঞান অনুযায়ী, গাছের গুঁড়ির বাইরের ছাল বা 'বার্ক' হল তার সুরক্ষাকবচ। এই ছাল কাটার ফলে গাছের 'ফ

১৯৮৪'র শিখবিরোধী দাঙ্গা নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ শাহের

চণ্ডীগড়, ১ নভেম্বর: ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গার স্মৃতি উত্থাপন করে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধিকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার চণ্ডীগড় প্রশাসনের ২৫৮ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দিল্লিতে ইন্ডি জোটের সমাবেশের দিনক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। শাহের অভিযোগ, ১৯৮৪ সালের ১, ২ ও ৩ নভেম্বরের ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতিবিজড়িত সময়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজন করে কংগ্রেস শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের পুরনো ক্ষতে নতুন করে আঘাত করেছে।



১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর দিল্লিতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে অমিত শাহ বলেন, কংগ্রেসের উসকানিতে শুরু হওয়া দাঙ্গায় হাজার হাজার শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। বহু মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। প্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন অসংখ্য মানুষ। বহু শিশু অনাথ হয়, স্বামীহারা হন বহু মহিলা। ধ্বংস হয়ে যায় অসংখ্য পরিবারের ঘরবাড়ি। তাঁর বক্তব্য, এত বছর পেরিয়ে গেলেও সেই দাঙ্গার স্মৃতি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের মনে আজও গভীর ক্ষত হয়ে রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির একটি মন্তব্যও স্মরণ করিয়ে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রাজীব গান্ধি বলেছিলেন, বড় গাছ পড়লে মাটি কেঁপে ওঠে। অমিত শাহের কটাক্ষ, হাজার হাজার মানুষের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে এ ভাবে ব্যাখ্যা করার মতো মন্তব্য কেবল কংগ্রেস নেতাদের পক্ষেই সম্ভব। এর পরেই রাহুল গান্ধির দিল্লির সমাবেশকে নিশানা করেন শাহ। তাঁর অভিযোগ, ১৯৮৪ সালের দাঙ্গার দিনগুলির সঙ্গে জড়িত ১, ২ ও ৩ নভেম্বরের সময়ে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি না-রাখার জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে অনুরোধ করা হয়েছিল। শিখ সম্প্রদায়ের মা, বোন ও শিশুদের আবেগে আঘাত লাগতে পারে, এই আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু কংগ্রেস সেই অনুরোধে কর্ণপাত করেনি। শাহের অভিযোগ, বিদেশ থেকে নির্দেশ এসেছিল বলেই হাজার হাজার শিখকে পুড়িয়ে মারার দিনেই সভা আয়োজনের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে কংগ্রেস।

দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডি জোটের সমাবেশের মূল বিষয় অবশ্য ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা। বিরোধী জোটের অভিযোগ, এসআইআরের মাধ্যমে বহু ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা। এই ইস্যুতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছে বিরোধীরা। অন্যদিকে, সমাবেশের দিনক্ষণকে ১৯৮৪ সালের দাঙ্গার স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত করে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছে বিজেপি। শুধু দাঙ্গার স্মৃতি উত্থাপন নয়, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন অমিত শাহ। তাঁর দাবি, নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দাঙ্গা সংক্রান্ত মামলাগুলি পুনরায় খোলা হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যেককে পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় এবং দাঙ্গায় অভিযুক্ত কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের জেলে পাঠানো হয়। শাহের বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক দলের উস্কানিতে এ ধরনের দাঙ্গার ঘটনা দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

ভোট চুরি-জনমতের অবমাননাই কংগ্রেসের ঐতিহ্য: নীতিন নবীন

রোহতক (হরিয়ানা), ১ নভেম্বর: নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে বিরোধী শিবিরের প্রচারের জবাবে এবার তীব্র আক্রমণ শানালেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। রবিবার হরিয়ানা দিবস উপলক্ষে রোহতকে দলের উদ্যোগে আয়োজিত 'লোকতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' (গণতন্ত্র বাঁচাও, নৈরাজ্য হটাও) পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন তিনি। সেখান থেকে নির্বাচনী ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে কংগ্রেসকে ভোট চুরি ও অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়দাতা দল হিসেবে আখ্যা দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।



পদযাত্রার পর আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে নিতিন নবীন বলেন, 'ওরা (কংগ্রেস) এখন নির্বাচন কমিশন নিয়ে বড় বড় কথা বলছে। কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। যখন ইন্দিরা গান্ধি নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন, তখন এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে তিনি সরকারি কলকব্জা অপব্যবহার করে এবং অসদুপায় অবলম্বন করে জিতেছিলেন। তাঁর সেই নির্বাচন সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছিল এবং তাঁকে ছয় বছরের জন্য ভোটে লড়াই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার কে করে? কারা করেছিল? এটা কার রাজনৈতিক ঐতিহ্য? এটা সম্পূর্ণ ভাবে কংগ্রেসের ঐতিহ্য, যে দলটি সবসময় ভোট চুরি করেছে এবং জনগণের রায়ের অবমাননা করেছে।'

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া সংক্রান্ত বিরোধীদের অভিযোগ নস্যাৎ করে রাহুল গান্ধির উদ্দেশে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন নিতিন। তিনি বলেন, 'এখন ওরা দাবি করছে ১৩ কোটি ভোট নাকি ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। আমি রাহুল গান্ধিকে স্পষ্ট বলতে চাই, আমাদের দলের একজন সাধারণ কর্মী, এনডিএর কোনও সহযোগী কিংবা আমাদের স্থানীয় মণ্ডল সভাপতিও সেই বাদ যাওয়া প্রতিটি ভোটের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব বুঝিয়ে দিতে পারেন। আপনি যদি রাজপথে আলোচনা চান, তবে রাজপথেই এই হিসেব দেওয়া হবে, আর যদি সংসদে আলোচনা তুলতে চান, তবে সেখানেই জবাব দেওয়া হবে।'

অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ টেনে সুর আরও চড়িয়ে তিনি বলেন, 'বিরোধীরা কেন এদের রক্ষা করতে চাইছে? আসলে কংগ্রেস এই অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থ রক্ষা করতেই লড়াই করছে। আমি স্পষ্ট ঘোষণা করছি, যতদিন বিজেপি ও এনডিএর কর্মীরা রয়েছেন, ততদিন এই অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার লড়াই জারি থাকবে। কোনো অবস্থাতেই এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশে কোনো নাগরিক অধিকার পেতে দেওয়া হবে না।'

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনি, প্রদেশ বিজেপি সভানেত্রী ড. অর্চনা গুপ্তা-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ও হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক রোহতকের এই বিশাল পদযাত্রায় অংশ নেন।

ফের ভূমিকম্প জাপানে, জারি হয়নি সুনামি সতর্কতা

টোকিও, ১ নভেম্বর: কয়েক দিনের ব্যবধানে ফের শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। রবিবার ভোরে দেশটির মিয়ে প্রিফেকচারের উপকূলবর্তী অঞ্চলে রিখটার স্কেলে ৬.০ মাত্রার এই কম্পন অনুভূত হয়। তবে কম্পনের তীব্রতা বেশি থাকলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি। উপকূলবর্তী এলাকায় কোনও সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি।

আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল মিয়ে প্রিফেকচারের শিমা শহর থেকে প্রায় ৫৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং রাজধানী সু শহর থেকে কমবেশি ১১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে। সু শহরের জনসংখ্যা আড়াই লক্ষেরও বেশি। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৩৫২ কিলোমিটার গভীরে অবস্থিত হওয়ায় ভূ-পৃষ্ঠে সরাসরি ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেকটাই কম হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অব ফায়ারে' অবস্থানের কারণে জাপানে প্রায়ই ভূকম্পন অনুভূত হয়।

বেঙ্গালুরু-মুম্বই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সূচনা রেলমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ১ নভেম্বর: দেশের আইটি রাজধানী বেঙ্গালুরুর সঙ্গে আর্থিক রাজধানী মুম্বইয়ের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। রবিবার কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল থেকে দেশের বহু প্রতীক্ষিত বেঙ্গালুরু-মুম্বই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের আনুষ্ঠানিক সূচনা (ফ্ল্যাগ অফ) করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, এইচ ডি কুমারস্বামী, শোভা কারান্দলাজে এবং ভি সোমান্না।



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী জানান, এই অত্যাধুনিক প্রিমিয়াম স্লিপার ট্রেনটি ভারতের প্রযুক্তি ও স্টার্টআপ হাবের সঙ্গে বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বইয়ের সংযোগকে আরও নিবিড় ও দ্রুততর করবে। ১৬ কামরার এই স্বয়ংক্রিয় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি দুই মহানগরের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় নেবে মাত্র ১৬ ঘণ্টার কাছাকাছি।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনটি সপ্তাহে ছ' দিন চলাচল করবে। বেঙ্গালুরু থেকে সোমবার এবং মুম্বই থেকে মঙ্গলবার বাদে বাকি দিনগুলিতে এই পরিষেবা মিলবে। যাত্রাপথে ট্রেনটির গুরুত্বপূর্ণ স্টপেজগুলি হল অনন্তপুর, গুন্টাকল, রায়চুর, ইয়াদগির, কালাবুর্গি, সোলাপুর, পুণে এবং কল্যাণ। এই প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এই রুটের মাধ্যমে উত্তর কর্ণাটকের এমন কিছু অঞ্চল উচ্চমানের বিশ্বমানের ট্রেন পরিষেবার আওতায় এল, যা এতদিন এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। একই সঙ্গে রেলের একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের সুখবর দিয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, অমরাবতী ও চেন্নাইকে যুক্ত করতে বুলেট ট্রেনের 'সাউথ করিডোর'-এ চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বেঙ্গালুরু থেকে চেন্নাইয়ের দূরত্ব মাত্র ৭৩ মিনিটে অতিক্রম করা সম্ভব হবে। এছাড়া আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মেঙ্গালুরু থেকে বেঙ্গালুরু রুটেও নতুন বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা চালু হতে চলেছে বলেও নিশ্চিত করেন রেলমন্ত্রী।

উজ্জয়িনীর হোটেলে বিষাক্ত গ্যাসে মৃত ৪, উদ্ধারে অসুস্থ ২



উজ্জয়িনী (মধ্যপ্রদেশ), ১ নভেম্বর: হোটেলের খাবারের বর্জ্য জমার ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসের কবলে পড়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল চার জনের। দুর্গন্ধযুক্ত ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে তাঁদের উদ্ধার করতে নেমে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও দুই ব্যক্তি। শনিবার রাতে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর দেওয়াস রোডে অবস্থিত 'হোটেল শ্রী গঙ্গা'য় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, হোটেলের উদ্বৃত্ত খাবার ও দৈনন্দিন বর্জ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি একটি বিশেষ চেম্বারে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন কর্মীরা। চেম্বারের ভেতরে তীব্র বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হওয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে এবং মেঝে অতিরিক্ত পিচ্ছিল থাকায় ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা একের পর এক সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁদের বাঁচাতে নেমে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন আরও কয়েকজন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে নেতৃত্ব দেন উজ্জয়িনীর পুলিশ সুপার (এসপি) প্রদীপ শর্মা। তিনি জানান, 'শ্রী গঙ্গা হোটেলের নিজস্ব কর্মীদের পাশাপাশি বাইরে থেকে আনা কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের চেম্বারটি পরিষ্কারের কাজ চলছিল। প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, তীব্র গ্যাস লিকেজের কারণে মেঝে পিচ্ছিল হয়ে যায় এবং ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁদের সাহায্য করতে নেমে আরও কয়েকজন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁদের বাইরে এনে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং ঘটনাস্থলেই পুলিশকর্মীরা সিপিআর দিয়ে তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখার চেষ্টা করেন।'

উজ্জয়িনীর জেলাশাসক (কালেক্টর) রৌশন কুমার সিং ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, 'হোটেল চত্বরে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা ঘটেছে। সেখানে খাবারের বর্জ্য ফেলার একটি ট্যাঙ্ক রয়েছে। পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে প্রথমে দু'জন তাতে নেমেছিলেন। পরবর্তীতে ঠিক কী কারণে এবং কীভাবে পরিস্থিতি জটিল হল তা স্পষ্ট নয়, তবে উদ্ধার করতে গিয়ে আরও দু'জন ভেতরে প্রবেশ করেন। ঘটনায় মোট চার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর মিলেছে। পুরো বিষয়টি কী ভাবে ঘটল, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।'

নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা সুরক্ষাবিধি ছাড়াই কেন শ্রমিকদের ওই বিষাক্ত ট্যাঙ্কে নামানো হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ ও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

বাংলাদেশে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ, বোর্ড গঠন

ঢাকা, ১ নভেম্বর: ন্যূনতম মজুরি মাসিক ৩০ হাজার টাকার দাবিতে বাংলাদেশের গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় আবারও বিক্ষোভ শুরু করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। রবিবার সকাল থেকে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও অবরোধের কারণে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। কোনাবাড়িতে পুলিশের কিয়স্কে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাঁচ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এদিন সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর বাজার, মৌচাক ও তেলিচালা এলাকায় শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা বেতন বাড়ানোর দাবিতে স্লোগানও দেন। কোনাবাড়ী জোনের ট্রাফিক পরিদর্শক মো. শহিদুল ইসলাম জানান, সকাল থেকেই কোনাবাড়ী এলাকায় পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় শ্রমিকরা বেতন বাড়ানোর দাবিতে ট্রাফিক পুলিশ বক্সে এসে ভাঙচুর ও আগুন দেন।

ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা মিরপুর-১০ গোলচত্বরে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। একপর্যায়ে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে ধাওয়া-পা/টআ ধাওয়া শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে ওই এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এদিকে, পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন করেছে সরকার। বিচারপতি আশফাকুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে ৬ সদস্যের এ মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। রবিবার সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

ময়দান

জয়ের হ্যাটট্রিক করে ইডেনে ফিরছে বাংলা

মহারাষ্ট্র ম্যাচে দল নির্বাচনে চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ এক বছরের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে ঘরের মাঠ ইডেনে ফিরছে বাংলা ক্রিকেট দল। কখনও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন, কখনও সরকারি অনুষ্ঠান, বিভিন্ন কারণে গত এক বছরে ইডেনে খেলার সুযোগ হয়নি বাংলার। হোম ম্যাচের জন্য বারবার ঠিকানা বদলাতে হয়েছে দলকে। কখনও কল্যাণীর মাঠে খেলতে হয়েছে, কখনও অন্যত্র। এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবার থেকে ফের ক্রিকেটের নন্দনকাননে নামতে চলেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র। গ্রুপ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই লক্ষ্য বাংলার।

শেষবার গত বছরের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ইডেনে রনজি ম্যাচ খেলেছিল বাংলা। প্রতিপক্ষ ছিল গুজরাত। তারপর থেকে ঘরের মাঠে একাধিক ম্যাচ খেললেও ইডেনে ফেরার সুযোগ হয়নি। চলতি রনজি মরশুমেও বাংলার প্রথম কয়েকটি হোম ম্যাচের ভেন্যু ছিল কল্যাণী। অবশেষে আবার ঐতিহ্যবাহী ইডেন গার্ডেন্সে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন ক্রিকেটাররা। তবে মাঠ পরিবর্তনের আনন্দে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

একদিন আগেই কেরলের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলেছে বাংলা। সেই ম্যাচের রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার থেকে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরবর্তী লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে দল। এদিন সকালে ইডেনের নেটে ব্যাটিং অনুশীলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দলের প্রায় সমস্ত ব্যাটারকেই দীর্ঘক্ষণ ব্যাট হাতে ঘাম ঝরাতে দেখা যায়। কারণ, চলতি মরশুমে প্রথম তিনটি ম্যাচে বাংলার ব্যাটিং বিভাগ এখনও প্রত্যাশিত ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি।

সেইফার্টের বিধ্বংসী ইনিংসে হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিরিজের শেষ দু'টি ম্যাচে পরপর হার। প্রথম তিন ম্যাচে যে দাপট দেখিয়ে নিউজিল্যান্ডকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল ভারত, শেষ দু'টি ম্যাচে সেই ছবিটাই বদলে গেল। রবিবার হ্যামিল্টনে পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটে হারল শ্রেয়স আইয়ারের দল। যদিও পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ৩-২ ব্যবধানে জিতেই মাঠ ছাড়ল ভারত। ঈশান কিষান ও শ্রেয়স আইয়ারের ঝোড়ো ব্যাটিংও শেষ পর্যন্ত কাজে এল না। টিম সেইফার্ট ও গ্লেন ফিলিপ্সের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে সহজ জয় তুলে নিল কিউয়িরা।

টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। শুরুতেই ধাক্কা খায় ভারতীয় দল। মাত্র ১ রানে অভিষেক শর্মা এবং ৪ রানে সঞ্জু স্যামসন ফিরে যান। সেখান থেকে পালটা লড়াই শুরু করেন ঈশান ও শ্রেয়স। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের চাপে ফেলে দেন দু'জনে। মাত্র ৩২ বলে ৬১ রান করেন ঈশান। তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ৫টি ছক্কা। অন্যদিকে, মাত্র ২৩ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন অধিনায়ক শ্রেয়স। ৩টি চার ও ৪টি ছক্কায় ৫০ রান করেন তিনি। কিন্তু এই দুই ব্যাটার ফিরে যেতেই ফের ভেঙে পড়ে ভারতের ইনিংস।

নমন ধীর ২৩ বলে ৩৩ এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি ২২ রান করে লড়াই চালান। শেষ দিকে আর বড় রান যোগ হয়নি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৯১ রানেই থামে ভারতের ইনিংস। নিউজিল্যান্ডের অ্যাডাম মিলনে ১৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে দেন। নাথান স্মিথ পান ২টি উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ফিন অ্যালেনকে হারালেও চাপে পড়েনি নিউজিল্যান্ড। টিম সেইফার্ট ও ড্যারিল মিচেল দ্রুত রান তুলতে থাকেন। মিচেল ১৬ বলে ২৯ রান করে ফিরলেও অপ্রতিরোধ্য ছিলেন সেইফার্ট। ১১টি চার ও ৫টি ছক্কায় মাত্র ৪৩ বলে ৯৩ রান করেন তিনি। অন্যদিকে গ্লেন ফিলিপ্স ৩৮ বলে ৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ইনিংসে ছিল ৮টি চার ও ৩টি ছক্কা। ১৬৮ রানের মাথায় সেইফার্ট ফিরলেও ততক্ষণে জয়ের ভিত তৈরি হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৮ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় নিউজিল্যান্ড। ভারতের হয়ে নীতীশ ও অর্শদীপ একটি করে উইকেট পান।

সিন্ধু-লক্ষ্যর জোড়া খেতাবে জার্মানিতে ভারতের ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: একই দিনে দুই তারকার হাতে উঠল দু'টি ট্রফি। ব্যাডমিন্টনের হাইলো ওপেনে মহিলাদের ও পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জিতে দেশকে জোড়া সাফল্য উপহার দিলেন পিভি সিন্ধু ও লক্ষ্য সেন। জার্মানির সারব্রুকেনে রবিবার কার্যত আধিপত্য দেখালেন দুই ভারতীয় তারকা। শুধু খেতাব জয় নয়, দু'জনেই গড়লেন নতুন ইতিহাস।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে ডেনমার্কের লাইন কেজার্সফেল্টকে সরাসরি গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন সিন্ধু। খেলার ফল ২১-১২, ২১-১৪। প্রথম গেমের শুরুতে কিছুটা লড়াইয়ের মুখে পড়লেও ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেন ভারতীয় তারকা। বিরতির সময় ১১-৮ এগিয়ে ছিলেন তিনি। এরপর টানা সাত পয়েন্ট জিতে প্রথম গেম পকেটে পুরে নেন। দ্বিতীয় গেমেও স্ম্যাশ ও নিখুঁত লবের মিশেলে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন সিন্ধু। এই জয়ের সুবাদে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে হাইলো ওপেনের সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন তিনি। গত জুলাইয়ে জাপান ওপেন জয়ের পর এটিই তাঁর প্রথম খেতাব।



অন্যদিকে পুরুষদের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার জোনাথন ক্রিস্টিকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার হাইলো ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেন লক্ষ্য। ২১-১৭, ২১-১০ ব্যবধানে জেতেন তিনি। প্রথম গেমে একসময় ১৮-১০ এগিয়ে থেকেও টানা সাত পয়েন্ট হারিয়ে চাপে পড়েছিলেন লক্ষ্য। তবে স্নায়ুর লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসেন তিনিই। দ্বিতীয় গেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলেন ভারতীয় শাটলার। ৪-০ এগিয়ে গিয়ে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

এই জয়ের ফলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে হাইলো ওপেনের খেতাব দু'বার জয়ের নজির গড়লেন ২৫ বছরের লক্ষ্য। চলতি বছরে এটিই তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক খেতাব। দুই তারকার এই সাফল্যে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে রবিবার হয়ে রইল স্মরণীয়।

জমজমাট কলকাতা ক্রিকেট লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃতীয় বর্ষে জমজমাট কলকাতা ক্রিকেট লিগ। আয়োজনে গোয়াবাগান ঐক্যতান।কলকাতার গোয়াবাগানে আয়োজিত হতে চলেছে আইপিএল ধাঁচে ক্রিকেট লিগ ।কলকাতা শহরে প্লাস্টিক বলে খেলা অন্যতম বড় ক্রিকেট লিগ বলতেই পারা যায়। রবিবার আইপিএলের ধাঁচে আয়োজিত হল ক্রিকেটারদের অকশান। পাশাপাশি জার্সি ও ট্রফির উন্মোচন করা হয়। প্রায় ২০ টি দল অংশগ্রহন করছে এই টুর্নামেন্টে। ১২ ডিসেম্বর থেকে খেলা শুরু হবে। ফাইনাল খেলা ২০ ডিসেম্বর । চ্যাম্পিয়ন দল পাবে দেড় লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার। রানার্স আপ দলকে দেওয়া হবে আর্থিক আশি হাজার টাকা।



GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 30/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Annual emergency maintenance contract for the year 2027 of KIT Housing Scheme Nos. BRS-I, BRS-II, SIH-II, XII-M & Bagbazar working women's Hostel under Housing Sector, KMDA., Rs.4,98,363/- (including GST & LWC), Rs.9,970/-, 01 year, **Last date & time of Online Bid submission:** 17.11.2026, Time: 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-690)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T19471(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 16/EE/KCMD/W&S/KMDA of 2026-2027
Online Tender is invited by The Executive Engineer, K.C.M.D, W&S Sector, KMDA, Baghajatin STP Complex, Kolkata-700094, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Emergent Repairing of Three (03) Nos. Leakages in 600 mm dia. DI Rising Main Water Pipeline at Different Locations (Near Motijheel Girls High School, Gayatree Timber Shop & Basanti Sweet Shop) on Dum Dum Road under South Dum Dum Municipality., Rs.2,19,912/-, Rs.4,400/-, 07 days, **Online Bid submission last date & time:** 14.11.2026 at 15:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-692)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T19472(1)/2026

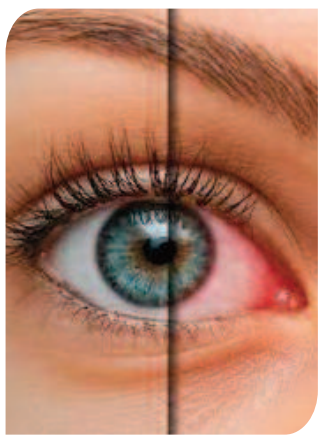
Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নর



আরোগ্য

সোমবার • ২ অক্টোবর ২০২৬ • পেজ ৮



অনলাইন গেমিংয়ের মারণনেশা

শৈশবের অপমৃত্যু ও আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা

শতাব্দী মালিতা



এক সময় খেলাধুলা মানেই ছিল উন্মুক্ত মাঠ, কপালে জমে থাকা ঘাম, বন্ধুদের কলরব আর হার-জিতের মধ্য দিয়ে অর্জিত জীবনবোধের শিক্ষা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সেই ধুলোমাখা মাঠের জায়গা দখল করে নিয়েছে চারকোণা এক কাঁচের স্ক্রিন। আজকের দিনে আঙুলের মৃদু স্পর্শে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে এক বিশাল ভার্চুয়াল জগৎ, যেখানে রোমাঞ্চ আছে, যুদ্ধ আছে, তথাকথিত 'জয়' আর 'পুরস্কার'ও আছে;কিন্তু যা নেই তা হলো বাস্তবতা। আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে নিঃসন্দেহে সহজ ও গতিময় করেছে, তবে এর সমান্তরালে তৈরি করেছে এক আকর্ষণীয় ও মরণব্যাধি ফাঁদ, যার নাম অনলাইন গেমিং। বিনোদনের ছদ্মবেশে এই মরণনেশা ধীরে ধীরে মানুষের মন, শরীর এবং দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা সমাজবোধকে গ্রাস করে ফেলছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের লোনি এলাকায় দুই কিশোরী বোনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা আমাদের সামনে এক চরম আতঙ্কের এবং অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মাত্র চৌদ্দ ও বারো বছর বয়সী দুই বোন অনলাইন গেমিং এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল জগতে এতটাই ডুবে গিয়েছিল যে, বাস্তবের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরিবারের পক্ষ থেকে বাধা আসায় এবং ফোনের প্রতি অদম্য আসক্তির ফলে সৃষ্ট মানসিক বিকৃতি তাদের আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়;যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা শিশুদের হাতে নিছক কোনো খেলনা দিচ্ছি না, বরং তুলে দিচ্ছি এক ধ্বংসাত্মক 'রিমোট কন্ট্রোল'। অনলাইন গেম এখন আর কেবল সময় কাটানোর মাধ্যম নয়; প্রতিটি গেম এক একটি জটিল 'সিমুলেশন' বা বাস্তব জীবনের বিকল্প এক কৃত্রিম জগৎ। বাস্তব জীবনে যে কিশোর বা কিশোরী হয়তো লাজুক, অন্তর্মুখী কিংবা কোনো কারণে হতাশ, ভার্চুয়াল জগত তাকে মুহূর্তেই 'নায়ক', 'বিজয়ী' বা 'ক্ষমতাবান' হওয়ার স্বাদ দেয়। বাস্তব জীবনের অপূর্ণতা, ব্যর্থতা আর একাকীত্বকে ঢেকে দিয়ে এই ডিজিটাল মায়া এমন এক আসক্তি তৈরি করে, যা মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে বাড়ছে অস্থিরতা, অনিদ্রা, স্থূলতা এবং চরম মাত্রার খিটখিটে মেজাজ। তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, হারিয়ে ফেলছে সহমর্মিতা আর ধৈর্য। গাজিয়াবাদের এই ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক সংকটের প্রতিফলন। এই ভয়ংকর আসক্তি থেকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে কেবল প্রযুক্তিকে দোষারোপ করলে চলবে না, বরং অভিভাবকদের সচেতনতা এবং শিশুদের সাথে গুণগত সময় কাটানোর অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার হোক শিক্ষার প্রয়োজনে, কিন্তু তা যেন কোনোভাবেই প্রাণের বিনিময়ে না হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভার্চুয়াল জগতের 'লেভেল আপ' করার নেশায় যেন আমাদের বাস্তবের সোনালী শৈশবগুলো চিরতরে 'গেম ওভার' না হয়ে যায়।মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, অনলাইন গেমের আকর্ষণ কেবল গ্রাফিক্স বা গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মূলে রয়েছে মস্তিষ্কের এক জটিল রাসায়নিক খেলা। গেমের প্রতিটি ছোট-বড় জয়, প্রতিটি নতুন লেভেল পার করা কিংবা কোনো ভার্চুয়াল পুরস্কার জেতা;আমাদের মস্তিষ্কে 'ডোপামিন' নামক এক বিশেষ নিউরোট্রান্সমিটার বা রাসায়নিকের নিঃসরণ ঘটায়। এই ডোপামিন আমাদের মনে এক ধরনের তাৎক্ষণিক আনন্দ ও সাফল্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। মানুষ যখনই কোনো গেমে বিজয়ী হয়, তার মস্তিষ্ক এই 'পুরস্কার' পাওয়ার আশায় বারবার সেই কাজটির পুনরাবৃত্তি করতে চায়। ঠিক এই প্রক্রিয়াই মানুষকে বারবার স্ক্রিনের সামনে টেনে আনে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি কেবল বিনোদন বা সময় কাটানোর মাধ্যম মনে হলেও, ধীরে ধীরে তা মানসিক নির্ভরতায় পরিণত হয়। একসময় ডোপামিন নিঃসরণের এই কৃত্রিম চক্রটি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, গেম ছাড়া অন্য কোনো স্বাভাবিক কাজে মানুষ আর আনন্দ খুঁজে পায় না। এভাবেই জন্ম নেয় এক ভয়ংকর আসক্তি।

বিশ্বজুড়ে এই গেমিং আসক্তির ভয়াবহ উদাহরণ অসংখ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ঢছঞ্জ) ইতিমধ্যেই 'গেমিং ডিসঅর্ডার'-কে একটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া বা চীনের মতো দেশগুলোতে অনেক কিশোর-কিশোরীকে দেখা গেছে যারা টানা কয়েক দিন খাওয়া-দাওয়া ও ঘুম ত্যাগ করে গেম খেলার ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বা শারীরিক অবসাদে মৃত্যুবরণ করেছে। ব্লু হোয়েল বা এই ধরনের মরণঘাতী চ্যালেঞ্জগুলোর কথা আমরা জানি, যা বহু প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আসক্তির এই স্তরে পৌঁছালে মানুষের বাস্তব আর কল্পনার মধ্যকার পার্থক্য মুছে যায়। তারা অতিপ্রাকৃত হিংস্রতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা ও আত্মহননের হার বাড়ছে। গেমিং কেবল একটি ডিজিটাল বিনোদন নয়; এর সঠিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এটি মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে অকেজো করে তাকে একটি যান্ত্রিক দাসে পরিণত করতে পারে। তাই সময় থাকতেই এই 'ডিজিটাল ড্রাগ' সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি।

Pokémon Go চালাতে গিয়ে বহু মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে, গাড়ি চালাতে চালাতে, রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এমনকি গবেষণায়ও উঠে এসেছে, গেমের প্রতি অন্ধ মনোযোগ বাস্তব জগতের বিপদ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা কমিয়ে দেয়।

এখানেই সাহিত্যের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের চমকে দেয়।

The Machine Stops;এক শতাব্দীরও বেশি আগে ক্ক ঞ্চ চ্ছদ্দস্থঠ্রন এমন এক পৃথিবীর ছবি এঁকেছিলেন, যেখানে মানুষ যন্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তারা মাটির নিচে ছোট ছোট ঘরে বন্দি, সব প্রয়োজন মেটায় ত্মমেশিনদ। ফলে মানুষ হাঁটতে ভুলে যায়, চিন্তা করতে ভুলে যায়, সরাসরি সম্পর্ক গড়তে ভুলে যায়। শেষ পর্যন্ত যখন মেশিন থেমে যায়, মানুষও থেমে যায়। কারণ তারা আর মানুষ হিসেবে বাঁচতে শেখেনি।

এটি শুধু কল্পকাহিনি নয়;এটি আমাদের বর্তমানের প্রতিচ্ছবি।

Brave New World-এ Aldous Huxley দেখিয়েছিলেন এমন এক সভ্যতা, যেখানে প্রযুক্তি ও কৃত্রিম সুখ মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে হত্যা করে। মানুষ আর প্রশ্ন করে না, অনুভব করে না, শুধু ভোগ করে।

Player Piano-এ Kurt Vonnegut দেখিয়েছেন, যন্ত্র যখন মানুষের কাজ কেড়ে নেয়, তখন মানুষ নিজের প্রয়োজনীয়তাই হারিয়ে ফেলে।

এসব সাহিত্যকর্মের সতর্কবার্তা একটাই;যন্ত্র মানুষের সেবক থাকলে ভালো, প্রভু হয়ে উঠলে ভয়ংকর।

আজকের শিশুরা ধীরে ধীরে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তারা মাঠে যায় না, বন্ধুদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে না, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটায় না। তাদের সম্পর্ক এখন হেডফোন, চ্যাটবক্স আর ডিজিটাল অবতারে সীমাবদ্ধ। ফলে সামাজিক দক্ষতা কমছে, সহানুভূতি কমছে, ধৈর্য কমছে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো শারীরিক অবক্ষয়।

ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা শরীরকে দুর্বল করে। চোখের সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা, মেরুদণ্ডের ব্যথা, উদ্বেগ, বিষণ্নতা;এসব এখন শিশু-কিশোরদের মধ্যে বাড়ছে। শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে। বাস্তব দৌড়ঝাঁপের জায়গা নিয়েছে ভার্চুয়াল দৌড়।

কিন্তু সমস্যা শুধু শরীরে নয়;চিন্তাতেও।

গেমের জগৎ মানুষের সিদ্ধান্তকে পূর্বনির্ধারিত করে দেয়। কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কীভাবে জিততে হবে;সব ঠিক করা থাকে। ফলে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়। মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে নির্দেশ মেনে চলতে। নিজের মতো চিন্তা করার শক্তি কমে যায়।

এ যেন আধুনিক 'মেশিন স্টপস'-এর পুনর্জন্ম।

আজ AI, অটোমেশন, গেমিফিকেশন;সব মিলিয়ে মানুষ এমন এক জগতে ঢুকছে, যেখানে বাস্তবতা কম, সিমুলেশন বেশি। ভয় এখানেই;যদি একদিন মানুষ বাস্তব কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে? যদি বাস্তব সম্পর্কের চেয়ে ভার্চুয়াল সম্পর্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? যদি শিশুরা জীবনকে গেমের মতো ভাবতে শুরু করে?

তাহলে সমাজের ভবিষ্যৎ কোথায়?

প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করার কথা নয়। গেমও শত্রু নয়। সমস্যা তখনই, যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। বিষ যেমন ওষুধ হতে পারে, তেমন ওষুধও বিষ হতে পারে মাত্রা ছাড়ালে।

অভিভাবকদের দায়িত্ব এখানে সবচেয়ে বড়। সন্তানের হাতে শুধু ফোন তুলে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তার স্ক্রিন টাইম, মানসিক অবস্থা, বন্ধু-বান্ধব, আচরণ;সব দিকে নজর রাখতে হবে। বাস্তব জীবনের আনন্দ ফিরিয়ে আনতে হবে;বই, মাঠ, সঙ্গীত, শিল্প, পরিবার।

স্কুলকেও প্রযুক্তি-সচেতনতার পাশাপাশি প্রযুক্তি-সংযম শেখাতে হবে।

কারণ প্রযুক্তি যদি মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তবে সেই উন্নয়ন আসলে অবনতি।

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাস্তবতা;সব জায়গা থেকেই একই সতর্কবার্তা আসছে

যন্ত্রের সঙ্গে থাকো, কিন্তু যন্ত্রের ভেতরে হারিয়ে যেও না।

আজকের শিশু যদি স্ক্রিনের মধ্যে বড় হয়, কাল সে হয়তো পৃথিবীর আলো সহ্য করতে পারবে না।

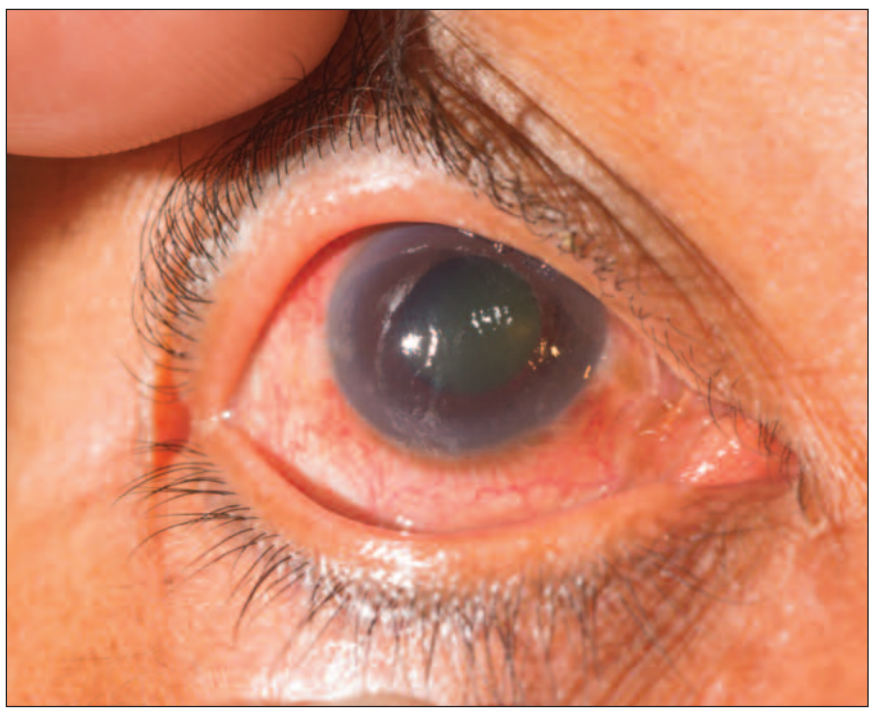
আর তখন প্রশ্ন উঠবে;

মানুষ কি গেম খেলছিল,

নাকি গেমই মানুষকে খেলছিল?

গ্লুকোমা: ভাবুন নিজের চোখের সুরক্ষার কথা

ডাঃ শামসুল হক





আমাদের দুই চক্ষুই যে আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম এক অবলম্বন সে কথা নিশ্চয়ই কার ও অজানা থাকার কথা নয়। কারণ এই চোখের উপর ভরসা রেখেই আমারা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি , আমাদের পঞ্চম ইন্দ্রিয়ের এই যে এত সজাগতা সেটা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র আমাদের দুই চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টিপাতের ই দৌলতে। তাই চোখ নিয়ে মানুষের যেমন হাজারো অহঙ্কার , ঠিক তেমনই আছে সুগভীর চিন্তাভাবনাও ।

এই চোখের কথা মনে পড়লে প্রথমেই মনে আসে চোখের অন্যতম প্রয়োজনীয় একটা অংশ অপটিক নার্ভেরই কথা । চোখের ঠিক পিছনের দিকে তার অবস্থান । তার কাছ ও অনেক। তবে তার ই মধ্যে বড় কাজ হল চোখ এবং মস্তিষ্কের মধ্যে চাক্ষুষ একটা সংকেত বহন করা। বলাই বাহুল্য, একজন সুস্থ,সবল, চিন্তাশীল মানুষের কাছে সেটাই প্রতিদিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ও বটে।

চোখের অতি প্রয়োজনীয় এই অংশ যদি কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে দেখা দিতে পারে চোখের হাজারো সমস্যা । ঠিক সময়ে সেই বিষয়ে গুরুত্ব না দিলে জীবনে নেমে আসতে আসতে পারে অন্ধত্বের বোঝাও। অত এব সাবধান, চোখ নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে সদা সর্বদাই।

অপটিক নার্ভে থাকতে পারে সাড়ে সাত লক্ষ থেকে সতের লক্ষ পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্র । এই নার্ভের আবার প্রধান কাজ হল যাবতীয় রঙ, রঙের উজ্জ্বলতা এবং চোখের সামনে ভাসমান অবস্থায় থাকা যাবতীয় দৃশ্যাবলীর সঠিক বিশ্লষণের নিমিত্ত ই সব ধরণের

তথ্য সামগ্রী মস্তিষ্কের মধ্যে সঠিকভাবে প্রেরণ করা। আর এই নার্ভ কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে মানুষের দৃষ্টি শক্তি নানাভাবে ব্যাহত হতে পারে। চোখের অতি জটিল এবং কঠিন রোগ গ্লুকোমা হল চোখের ঠিক তেমনই একটা রোগ।

মানুষের অতি আবশ্যিক এই অঙ্গ চক্ষুকে মোটামুটি চারটি অংশে বিভক্ত করা হয়। তারই মধ্যে অন্যতম হল অক্ষিগোলক বা আই বল। অন্যান্য অংশ হল চক্ষুপেশী, অশ্রুগ্রন্থি এবং রক্ষণাত্মক অংশ। এইসমস্ত অঙ্গের আবার আছে আলাদা আলাদা অনেক কাজও। তারই মধ্যে অন্যতম হল দর্শন নামক অতি পরিচিত এক অনুভূতির সৃষ্টি করা। আর সেইসব ক্ষেত্রে যদি কোন কারণে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে যায় তাহলে দেখা দিতে পারে হরেক সমস্যাও।

চোখের মধ্যে অবস্থানকারী এই অক্ষিগোলক বা আই বলের মধ্যে থাকা জলীয় পদার্থ সমূহের আধিক্য ঘটলে অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সেটা বাইরে নির্গত হওয়ার সুযোগ না পেলে চোখের মধ্যে আপনা আপনিভাবেই সৃষ্টি হতে পারে একটা চাপের ও । সেই চাপ একটু একটু করে বৃদ্ধি পেতে পেতে একটা সময় এমন ই চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে যে সেটা সহ্যের সীমাও অতিক্রম করে । চিকিৎসক মহলে সেটাই পরিচিত ইন্টার অ্যাকিউলার প্রেশার নামে। সাধারণ মানুষের কাছে সেটাই আবার পরিচিত গ্লুকোমা নামে।

চোখের এই মারাত্মক ব্যাধি সাধারণত দু ধরণের হতে পারে। প্রথমটি হল জন্মগত অর্থাৎ কন্টিনেন্টাল আর অন্যটি হল নিজের দোষ থেকেই নিজের থেকে সৃষ্টি হ ওয়া অর্থাৎ অ্যাকুরেড। আমাদের আই বলেরই মাঝখানে অবস্থানকারী লেন্সের সামনের দিকে থাকে যে জলীয় পদার্থ তা পরিচিত অ্যাকুইরাস হিউমার, এই নামেই। আর তার প্রধান কাজ হল দর্শন ইন্দ্রিয় সমূহের রক্তচাপ এবং অন্যান্য বিষয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে চলা। কিন্তু সেই জলীয় পদার্থের কাজের মধ্যে কোন বাধার সৃষ্টি হলে তখনই বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই চাপ এবং তারই ফলস্বরূপ সৃষ্টি হতে পারে গ্লুকোমার মত মারাত্মক ব্যাধিরও।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে ষাট বছরের চেয়ে বেশি বয়স যে সমস্ত মানুষের তাঁদের মধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত হ ওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি। তবে এ কথাও ঠিক যে ডায়াবেটিস , হার্টের সমস্যা , সিকেল সেল অ্যানিমিয়া , উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগে ভোগা মানুষজনরাও যেকোন মুহূর্তেই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তাছাড়াও পারিবারিক কারণ সহ উচ্চ আভ্যন্তরীন চোখের চাপ ইত্যাদির সমস্যা থাকলেও একজন মানুষ এই রোগের শিকার হতে পারেন। তা ছাড়াও চোখে আঘাত জনিত কারণে কিংবা চোখে জটিল কোন অস্ত্রপচারের হলেও হতে পারে সেই সমস্যা। তা ঘটনা যাই হোক না কেন রোগটা যে ভীষণ জটিল এবং অতি অবশ্যই খুব পীড়াদায়ক ও সেটা বোঝেন একমাত্র ভুক্তভোগীরাই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার মাথায় রাখা ভীষণ জরুরি এই কারণে যে, একটু বেশি বয়স্ক মানুষদের জন্য অন্ধত্বের বড় একটা কারণ ই হল ওই গ্লুকোমাই। বেশীরভাগ সময়ই কিন্তু এই রোগের আগমন বার্তা শুনতে বা বুঝতে পারেননা অধিকাংশ মানুষই। তবে সতর্ক থাকতেই হবে। তখন দৃষ্টিশক্তির তারতম্য দেখা দিতে পারে । হতে পারে ঝাপসাও। শুরু হতে পারে ঘন ঘন মাথা ব্যথা। চোখ লাল হয়ে যেতে পারে। ঘন ঘন পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আসতে পারে বমি বমি ভাবও। তা ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, তখন সচেতন হতেই হবে। যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতেই হবে । ন ইলে বিপদ কোন পথে যে এগিয়ে আসবে সেটা বুঝে ওঠা দুষ্কর হয়ে উঠবেই উঠবে।

আমাদের দেশে বেশীরভাগ মানুষ ই গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হন নিজে থেকে উদাসীন থাকারই কারণে । চোখ নিয়ে ছোটখাটো সমস্যার সৃষ্টি হলে অনেক সময়ই আমরা তাকে এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করি। অনেক সময় আবার চিকিৎসকের কাছে যেতেও বিলম্ব করি । ফলে ঘটনা যা ঘটার তা ঘটেই যায়। অনেক সময় আবার চিকিৎসকের ও করার কিছু থাকে না । তাই প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতার। তার উপর ভর করেই আমারা যেন নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত রাখতেও পারি। আর তার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই প্রতিবছর মার্চ মাসের ১২ তারিখে একটা বিশেষ দিবস পালনের কথাও ভাবা হয় । সেইদিন যাতে সকলকে একই স্থানে হাজির ও করা যায় এবং এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয় , চেষ্টা চালানো হয়েছিল সেটাও। আর সেদিন বিশেষ সেই দিনটাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল বিশ্ব গ্লুকোমা দিবস, এই নামেই। আজ ওই মার্চ মাসের ১২ তারিখে সারা পৃথিবী জুড়েই অত্যন্ত ঘটা করে পালন করা হয় ওই দিনটাকে।